পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 94 Friday, 6 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯৪ সংখ্যা ❋ ২১ ফাল্গুন ১৪৩২, শুক্রবার, ৬ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

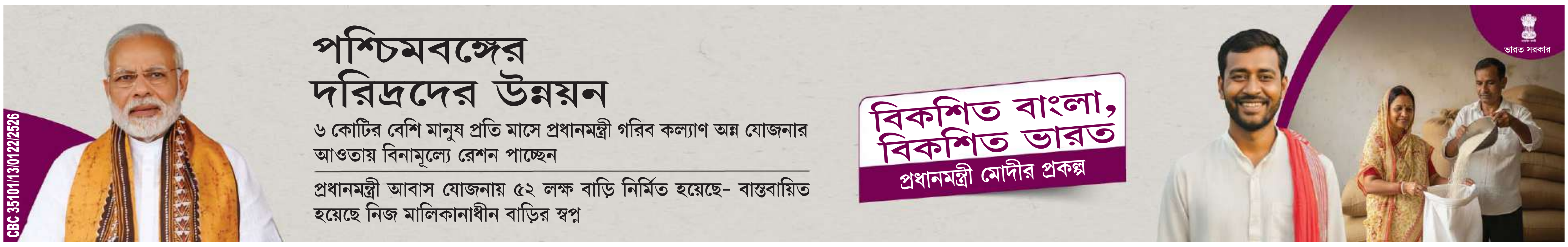

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল সরশুনায়। ইতিমধ্যেই সরশুনা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার। জানা যাচ্ছে, সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছে অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, সরশুনার এক গৃহবধূ গাড়ি চালানো শিখতে গিয়েছিলেন এক মোটর ট্রেনিং স্কুলে। সেখানেই প্রশিক্ষক বিশ্বনাথ সাহা-র সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। মহিলার দাবি, বিশ্বনাথবাবু কথোপকথনের দাবি করেন, তিনি একাধিক ব্যক্তিকে সরকারি চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। তখন গৃহবধূ তাঁর বেকার ছেলের জন্য চাকরির আবেদন জানান। অভিযোগ, এরপর ওই প্রশিক্ষক গৃহবধূকে নিউ আলিপুরের এসএনরায় রোডে নিয়ে যান। সেখানে সৌমেন সাহা রায় নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথমে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নগদ ও অনলাইনের মাধ্যমে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্ত জানান, কনস্টেবলের বেতন কম হওয়ায় সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য আরও ৩ লক্ষ টাকা লাগবে। পরিবারের দাবি, সেই টাকা নগদে দেওয়া হয়। ছেলের চাকরির আশায় গৃহবধূ নিজের জমি ও শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বিক্রি করে এই অর্থ জোগাড় করেন। এছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার নাম করে আরও ৩৬ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও চাকরি মেলেনি। অবশেষে টাকা ফেরতের দাবি জানালে কোনও সুরাহা না হওয়ায় রবিবার সরশুনা থানায় এফআইআর দায়ের করেন ভুক্তভোগী পরিবার এবং পাশাপাশি ডিসি অফিসেও অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ রাজ্যে ফের সক্রিয় হয়েছে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। তার জেরেই আগামী কয়েক দিনে বাংলার আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তাপমাত্রার ওঠানামার পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুক্রবার ও শনিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। এই সময় আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রবিবার থেকে আবহাওয়ার চরিত্র বদলাতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং হুগলি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সোমবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে এবং মঙ্গলবার ও বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রসহ বৃষ্টি চলতে পারে। তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আগামী দু'দিন রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও শীতের আমেজ প্রায় বিদায় নিয়েছে। ফলে দিনের বেলায় গরমের অনুভূতি আগের তুলনায় বেশি লাগছে। উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে পার্বত্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিংয়ে আজ বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও রবিবার থেকে ফের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

মার্কিন হানায় ডুবেছে 'ইন্ডিয়ান নেভির গেস্ট', ক্ষুব্ধ তেহরান

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইরিশ ডেনা-তে আমেরিকার সাবমেরিনের হামলা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিল তেহরান। এ প্রসঙ্গে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির হুঁশিয়ারি, 'আমেরিকাকে চরম মূল্য দিতে হবে'। তিনি জানান, ওই যুদ্ধজাহাজটি সম্প্রতি ভারতীয় নৌবাহিনীর অতিথি হিসেবে সফর করেছিল এবং তাতে প্রায় ১৩০ জন নাবিক ছিলেন। ইরানের দাবি, পূর্বঘোষণা ছাড়াই আমেরিকা হামলা চালিয়েছে তাদের যুদ্ধজাহাজে, যা পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। থেকে অন্তত ৩২ জন ইরানি নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, সাবমেরিনটি মার্ক-৪৮ হেভিওয়েট টর্পেডো ব্যবহার করেছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে এটি মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য একটি অ্যান্টি-শিপ অস্ত্র। জাহাজের নিচে বিস্ফোরণের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে বিশাল গ্যাস বুদবুদ তৈরি হয় এবং এর জেরে জাহাজের কাঠামো ভেঙে দ্রুত ডুবে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই প্রথম কোনও মার্কিন সাবমেরিন যুদ্ধের

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা এক পোস্টে আরঘচি লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রের মধ্যে এক ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছে। ইরানের উপকূল থেকে প্রায় ২ হাজার মাইল দূরে ইন্ডিয়ান নেভির অতিথি ফ্রিগেট ডেনাকে কোনও সতর্কতা ছাড়াই আঘাত করেছে। আমার কথা মনে রাখুন-আমেরিকাকে তাদের এই কাজের জন্য তিক্ত ভাবে অনুতপ্ত হবে।' আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে পেন্টাগন এ নিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশও করেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, কী ভাবে টর্পেডো আক্রমণের জেরে যুদ্ধজাহাজের কাঠানো ভেঙে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, জাহাজটি সময় সরাসরি টর্পেডো ব্যবহার করে শত্রু জাহাজ ডুবিয়েছে। শেষবার এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট। সে সময় মার্কিন সাবমেরিন ইউএসএস টর্স্ক জাপানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। এর পরবর্তী দশকগুলিতে মার্কিন সাবমেরিনে টর্পেডো থাকলেও সেগুলি মূলত গোয়েন্দা অভিযান ও ক্রুজ মিসাইল হামলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও ইয়েমেনের বিভিন্ন অভিযানে সাবমেরিন ব্যবহার করা হলেও টর্পেডো দিয়ে সরাসরি জাহাজ ডোবানোর ঘটনা আর দেখা যায়নি। আইআরআইএস ডেনা ডুবে যাওয়ার ঘটনাকে তাই সামুদ্রিক যুদ্ধে বহু দশক পর বিরল এক ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পদত্যাগ করলেন সি ভি আনন্দ বোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ভোটের ঠিক আগেই পদত্যাগ করলেন সি ভি আনন্দ বোস। আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল পদে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে দিল্লিতে আছেন তিনি। সেখানেই রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই পদত্যাগ গৃহীত হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। রাজভবনের তরফেও এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ২০২২-এর ২৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোস। প্রায় ৪০ মাস ওই পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। পদে থাকাকালীন তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন সি ভি আনন্দ বোস। একাধিকবার তাঁকে সরানোর দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বড় অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে ভোটের আগে কেন এভাবে আকস্মিক পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই কারণটা স্পষ্ট নয়। আগামিকাল, শুক্রবার দার্জিলিং রাজভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং সিভি আনন্দ বোসের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথা ছিল। পরিকল্পনা ছিল, রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে হাজির থাকবেন তিনি। বৃহস্পতিবারই বাগডোগরার বিমান ধরার কথা ছিল আন্দ বোসের, কিন্তু তার আগেই দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয় বলে সূত্রের খবর। তারপরই সামনে এল এই পদত্যাগের খবর।

'নতুন করে নাগরিকত্বের নামে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করাচ্ছে'

'বড়মা'র তিরোধান দিবসে বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে পোস্ট মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ বঙ্গে এখন 'এসআইআর' আবহ। আর তার সঙ্গেই সমর্থক হিসাবে উঠে আসছে আরও একটি শব্দবন্ধ। তা হল 'সিএএ'। এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি অনিশ্চয়তায় রয়েছেন মতুয়ারা। এবার মতুয়াদের নিয়ে বিজেপি-কে নিশানা করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বড়মা' বীণাপানি দেবীর তিরোধান দিবসে মতুয়া 'অস্ত্রে' শান তৃণমূলের। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির চক্রান্তে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে মতুয়ারা। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে রাজনীতির খেলা চলছে। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ''নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করাচ্ছে। অন্যায় মানব না। লড়াই চলবে।'' মতুয়াদের নাগরিকত্ব পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। বিশেষ করে মতুয়া মহাসঙ্ঘের অনুসারীরা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব প্রশ্নে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন। অনেক মতুয়া পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ভারতে থাকলেও তাদের কাছে প্রাথমিক নাগরিকত্ব নথি (যেমন পুরোনো দলিল বা কাগজ) নেই। তাই নাগরিকত্বের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবারের এসআইআর-

এর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ মতুয়া গড়ে মতুয়াদের নাম 'বিচারাধীন'। বসিরহাট, নদিয়া, রানাঘাট, বনগাঁ বিস্তীর্ণ এলাকায় 'বিচারাধীন' অসংখ্য মতুয়া। অথচ বনগাঁ, রানাঘাট, বারাসত, গাইঘাটা মতুয়া ভোট বড় ফ্যাক্টর। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই মতুয়াদের নাগরিকত্বের বিষয়টি সামনে আসে। কিন্তু এবার এসআইআর আবহে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ২০১৯ সালে কেন্দ্র সরকার 'সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' (সিএএ) পাশ করে। এই আইনে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি করে, এই আইনের ফলে মতুয়া শরণার্থীরা সহজে নাগরিকত্ব পাবেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বলে, মতুয়ারা ইতিমধ্যেই ভারতের নাগরিক নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সিএএ-র মাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তৃণমূলের সিএএ বিরোধী প্রচারের জন্যই এই অবস্থা বলছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, ''তৃণমূল কংগ্রেসের কথা বিভ্রান্ত হয়ে, অনেকে ভয়ে ফর্ম ফিলাপ করেননি। তৃণমূল ভয় দেখিয়েছিল, এটাতে ফর্ম ফিলআপ করলে স্বাস্থ্য সাথী বন্ধ হয়ে যাবে, লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ে করেনি। এখন সবাই বুঝতে পারছে ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন সবাই শেষের দিকে দৌড়াচ্ছে।'' কিন্তু উদ্বাস্তু মতুয়াগড়ে এখনও একগুচ্ছ প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট কবে আসবে? ততদিনে কি নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে? এবারের নির্বাচনে ভোট দিতে আদৌ পারবেন কি? এখনও এসব প্রশ্নের উত্তর মতুয়াদের কাছে

বিধানসভায় মনোনয়ন সারলেন কোয়েল-রাজীব-বাবুলরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা আর চাঁদের হাটে জমজমাট বিধানসভা চত্বর। বৃহস্পতিবার ছিল এ রাজ্য থেকে রাজ্যসভার নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। একদিকে তৃণমূলের পক্ষে রূপোলি পর্দার 'মিনিস্টার' থেকে বাস্তবে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখা কোয়েল মল্লিক, আর অন্যদিকে দুঁদে প্রাক্তন আইপিএস রাজীব কুমার- শাসকদলের চার প্রার্থীর সঙ্গেই এদিন মনোনয়ন দাখিল

করলেন বিজেপির রাহুল সিনহাও। সংখ্যার বিচারে তৃণমূলের চারটি এবং বিজেপির একটি আসনে জয় এখন সময়ের অপেক্ষা। এদিন বিধানসভায় এসে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, ''দারুণ অভিজ্ঞতা, আজ তো যাত্রা শুরু হল। কেরিয়ারের ২২ বছর মানুষের আশীর্বাদেই কাটিয়েছি। এখন এটাই প্রার্থনা যে নতুন এই পথেও যেন সবার ভালবাসা সঙ্গে থাকে।'' গ্ল্যামার জগৎ থেকে সংসদীয় রাজনীতির উচ্চকক্ষে প্রবেশের এই চ্যালেঞ্জকে হাসিমুখেই গ্রহণ করেছেন তিনি। তৃণমূলের অন্য এক হেভিওয়েট প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই নিজের প্রতিক্রিয়াই জানান। শিল্পীর ভাষায় তিনি বলেন, ''মঞ্চে উঠলে যেমন গানের অনুরোধ আসে, রাজনীতিও অনেকটা তেমনই পারফরম্যান্স। শুধু অনুরোধের ধরনটা আলাদা। মানুষ হয়তো বলবেন রাস্তা করে দিন বা স্কুল করে দিন। সবটাই মানুষের টাকায় হয়।'' ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ''আগে আমায় মনোনীত হতে দিন, তারপর কাজ দিয়ে বিচার করবেন।'' তৃণমূলের তরফে এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী এবং প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমারও তাঁদের মনোনয়ন পেশ করেন। অন্যদিকে, গেরুয়া শিবিরের একমাত্র প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাহুল সিনহা। যদিও ফাইলে ভুলের কারণে এখনও তিনি মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। রাহুলের মনোনয়নের পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হলফনামা বা এফিডেভিট। কারিগরি কিছু ভুলের কারণেই দফায় দফায় থমকে যেতে হয়েছে তাঁকে। যেমন, যেখানে স্পষ্ট করে 'নট অ্যাপ্লিকেবল' লেখার কথা ছিল, সেখানে লেখা হয়েছে সংক্ষেপে 'এনএ' আবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী হলফনামার নির্দিষ্ট কিছু জায়গা হাতে লেখার নির্দেশ থাকলেও, ভুলবশত তা ছাপানো বা 'প্রিন্টেড' হয়ে এসেছে।

রাজ্যসভার ৬ আসনের প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

তেলেঙ্গানা থেকে লড়বেন অভিষেক মনু সিংভি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চঃ রাজ্যসভার ৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল এআইসিসি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপাল বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছেন। এই তালিকায় তেলেঙ্গানা থেকে নাম আছে প্রবীণ নেতা এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির। ওই রাজ্য থেকে দ্বিতীয় আসনে লড়াই করবেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ভেম নরেন্দ্র রেড্ডি। প্রার্থী ফুলো দেবী নেতাম, করমবীর সিং বৌদ্ধ, অনুরাগ শর্মা এবং এম ক্রিস্টোফার তিলক যথাক্রমে ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অভিষেক মন সিংভি এর আগে তৃণমূলের সমর্থনের পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের মামলা লড়ছেন এই বিশিষ্ট আইনজীবী। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ভেম নরেন্দ্র রেড্ডি মনোনয়ন পাওয়ার পর কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'কংগ্রেস পার্টির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করার জন্য মাননীয় সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস পার্টির জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, এআইসিসি সচিব কেসি ভেনুগোপাল, এমপি প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, কংগ্রেস বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মীনাক্ষী নটরাজন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভাট্টি বিক্রমারকা, পিসিসি সভাপতি মহেশ কুমার গৌড় এবং কংগ্রেস পার্টি হাইকমান্ডকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' তাঁকে পুনরায় রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ায় দলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অভিষেক। এর আগে হিমাচল প্রদেশে রাজ্যসভায় প্রার্থী হয়ে ভোট কাটাকাটির কৌশলে হেরে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের এই আইনজীবী নেতা। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় রাজ্যসভার মোট ৩৭টি আসনে আগামী ১৬ মার্চ ভোট নেওয়া হবে, যেখানে বর্তমান সদস্যদের মেয়াদ এপ্রিলে শেষ হবে।

তিনদিন ধরে কলকাতায় ফুল বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আর খুব বেশিদিন বাকি নেই। এসআইআর প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পর এবার ভোট ঘোষণার অপেক্ষা। পুরোদমে কাজ শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভোট ঘোষণা হবে বলে সূত্রের খবর। তার আগেই কলকাতায় আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আগামী ৮ মার্চ অর্থাৎ রবিবার রাতে কলকাতায় আসবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ৯ মার্চ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাতীয় বা রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ওই প্রতিনিধি দলের বৈঠক হবে। পরে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। এরপর কেন্দ্র ও রাজ্যের ২৪টি সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও বৈঠক করবে কমিশন। আগামী ১০ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে বৈঠক। ওই বৈঠকে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় বিএলও-দের সঙ্গে আলোচনা এবং সাংবাদিক বৈঠক হওয়ার কথা। পরপর কয়েক দফা বৈঠকের পরই ঘোষণা হতে পারে নির্বাচন। ২ থেকে ৩ দফায় ভোট হবে বলে সূত্রের খবর।

বক্সিদাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে দু'জনকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গিফ্‌ট দিয়েছেন মমতা। শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ রাজ্যসভায় আসলে দু'জনকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রার্থী করেছে তৃণমূল! বিধানসভার বসে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যসভায় মেনকা গুরুস্বামী, রাজীবকুমারকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। প্রার্থী করা হয়েছে কোয়েল মল্লিক, বাবুল সুপ্রিয়কেও। বৃহস্পতিবার তাঁরা বিধানসভায় মনোনয়ন জমা দিলেন। পাশাপাশি মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি বর্ষীয়ান নেতা রাহুল সিনহা। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৈঠকেই শুভেন্দু তৃণমূলের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে মুখ খোলেন। একসময়ে তাঁর দলের পুরনো নেতা, লড়াইয়ের সঙ্গী সুব্রত বক্সিকে এবার প্রার্থী না করায় কার্যত ক্লেশ ধরা পড়ে শুভেন্দুর গলায়। তিনি বলেন, ''সব রাজনৈতিক লোককে তিনি বাণপ্রস্থে পাঠিয়ে দিয়ে, তিনি এককভাবে প্রার্থী করেছেন দু'জনকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।'' তাঁর বিস্ফোরক দাবি, সারদার ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নষ্ট করার জন্য রাজীব কুমারকে পুরস্কার দিয়েছেন, বিনীত গোয়েলকে আরজি কর কেসে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য মেনকা গুরুস্বামীকে গিফট দিয়েছেন। এই কথা প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর গলায়

ধরা পড়ে তাঁর পুরনো দলের নেতা সাংগঠনিক দক্ষতার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ''সুব্রত বক্সির মতো, ওনার যুব কংগ্রেসের সময় থেকে রয়েছেন। উনি হাঁটতে পারেন, চলতে পারেন, এখনও পর্যন্ত জেলার সংগঠন দেখেন।'' কথা বলতে বলতে একসময়ে সুব্রত বক্সিকে 'বক্সিদা' বলেও সম্বোধন করে ফেলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ''এখন জিজ্ঞাসা করতে গেলে বক্সি দা বলবেন, তিনি নিজে থেকে না বলেছেন। আমাদের কষ্ট হচ্ছে, যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসটা তৈরি করেছিল, সেই নেতাকে আজকে অবসরে পাঠানো হচ্ছে। বাবুল সুপ্রিয়, কোয়েল মল্লিক, মেনকা গুরুস্বামী, আর রাজীব কুমারের মতো কুখ্যাত আইপিএস-কে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। সুব্রত বক্সিকে আজকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হচ্ছে।'' এই গোটা বিষয়টি বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলেও উল্লেখ করেন শুভেন্দু। প্রসঙ্গ, রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে যখন জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তখনও সুব্রত বক্সির নামটা ধ্রুব ছিল। প্রথম দিকে অবশ্য শোনা যাচ্ছিল, শারীরিক অসুস্থতার কারণে হয়তো এবার সুব্রত বক্সি প্রার্থী হবেন না। কিন্তু পরে আবার সে জল্পনা কিছুটা ক্ষীণও হয়। কিন্তু খানিকটা আকস্মিকভাবেই চার জন প্রার্থীর নাম সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা হয় তৃণমূলের তরফে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। তাঁর মেয়াদ শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের ৩ এপ্রিল। এর আগে তিনি রাজ্যসভায় ছিলেন না। তিনি মূলত ২০১১ থেকে ২০১৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার লোকসভার সাংসদ ছিলেন। তার আগে ভবানীপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। সেক্ষেত্রে একেবারেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন পা রাখছেন রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী, কোয়েল মল্লিকরা। এই গোটা বিষয়টি বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলেও উল্লেখ করেন শুভেন্দু।

রাজ্যসভায় যাচ্ছেন নীতীশ কুমার, নিশ্চিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই

পাটনা, ৫ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভাতেই যাচ্ছেন নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৫৪ মিনিটে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট নিজেই এই কথা জানিয়েছেন তিনি। নীতীশ নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, সংসদীয় রাজনীতি শুরু করার পর বিহারের দুই কক্ষেরই সদস্য হওয়ার বাসনা ছিল আমার। একই ভাবে সংসদের দুই কক্ষের সদস্যও হতে চেয়েছিলাম আমি। সেই কারণে, এই নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে চাইছি।নীতীশ কুমার রাজ্যসভার সাংসদ হলে, সে ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে, নীতীশের দল জেডিইউ-র একাধিক নেতা চাইছেন, নীতীশই যেন মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন বলে জানান।

হোলির শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ মার্চঃ গত বুধবার দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে হোলি। দোলের মতো হোলির দিনেও শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, শুভ হোলি। এই রঙিন উৎসব যেন প্রতিটি ঘরে আনন্দ ও রঙে ভরিয়ে. তোলে। ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় এই বার্তা লিখেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার দোলের দিনও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, ওই দিন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব দিবস ও গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষেও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেপালে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে, আশার কথা শোনালেন গগন থাপা

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা), ৫ মার্চ ঃ নেপালে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে, আশার কথা শোনালেন গগন থাপা। নেপালের সাধারণ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর মাইতি দেবী মঃিদরের পোলিং বুথে ভোটদান করছেন নেপালি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী গগন থাপা।পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি বেশ উৎসাহিত, আমি নিজের দলের জন্য সর্বোত্তম আশা করছি। এই মুহূর্তে নেপালের একজন অত্যন্ত পরিপক্ক নেতৃত্বের প্রয়োজন, অভিজ্ঞ এবং পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী। আমি আমাদের শক্তি জানি এবং একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের সীমাবদ্ধতাও জানি। আমি জানি আমরা কোথায় অবস্থিত। আমি নেপালের বৈচিত্র্য জানি। সরকারকে কাজ করতে হবে। জনগণকে অনুভব করতে হবে, রাতারাতি কিছু ঘটতে পারে না, তবে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমরা ৮ বা ৯ সেপ্টেম্বরের মতো কিছু ঘটতে দেব না বলে জানান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

স্বদেশী গ্রহণ ও পরিবেশ রক্ষায় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান শিবরাজ সিং চৌহানের

ভোপাল(সংবাদ সংস্থা), ৫ মার্চঃ দেশবাসীকে স্বদেশী পণ্যের প্রতি আরও বেশি আস্থা রাখার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। একই সঙ্গে তিনি নাগরিক দায়িত্ব পালনের গুরুত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পরিবেশ রক্ষা, স্বনির্ভরতা এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী মানুষের সহায়তায় সরকারের উদ্যোগের কথাও।ভোপালে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, বর্তমান সময়ে পরিবেশ সুরক্ষা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকেরও কর্তব্য। তাঁর মতে, প্রকৃতিকে রক্ষা না করলে ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন, যত বেশি সম্ভব গাছ লাগানো উচিত এবং সেই গাছকে সঠিকভাবে রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করিয়ে দেন যে গাছ শুধু পরিবেশকে সবুজ রাখে না, বরং মাটির ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে, বাতাসে কার্বন নিঃসরণ কমায় এবং পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।কেঃদ্রীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে পরিবেশগত সংকটের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ গোটা বিশ্ব অনুভব করছে। অস্বাভাবিক আবহাওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাগুলি ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের সচেতনতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করা এবং অন্তত একটি গাছ লাগানোর সংকল্প নেওয়া। তাঁর মতে, যদি দেশের প্রতিটি মানুষ এই উদ্যোগে অংশ নেন, তাহলে তা পরিবেশের জন্য ব। পরিবর্তন এনে দিতে পারে।শিবরাজ সিং চৌহান একই সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গাছকে জীবনের অংশ হিসেবে দেখেছে এবং তাদের সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হলে আধুনিক যুগেও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে চলতি বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তির বছর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে সামনে রেখে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও নাগরিক কর্তব্যের বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে তিনি জানান। তাঁর মতে, নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের উচিত দেশের উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণে নিজের ভূমিকা পালন করা। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই আমাদের নাগরিক কর্তব্য পালন করতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে সকলে যদি নিজের দায়িত্ব বুঝে কাজ করেন, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।শুধু পরিবেশ বা স্বদেশী ভাবনা নয়, সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও সরকারের দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় চলাফেরা বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তাঁদের অসুবিধা দেখা দেয়। তাই তাঁদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।এই প্রেক্ষাপটে তিনি একটি বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। শিবরাজ সিং চৌহান জানান, তাঁর সংসদীয় এলাকায় প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য মোটরচালিত সাইকেল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষদের চলাফেরা অনেক সহজ হবে এবং তারা আরও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। তিনি বলেন, সমাজের প্রতিটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। তাই প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।কেঃদ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ উন্নয়নের সুযোগ পাবে। প্রতিবন্ধী মানুষেরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের শক্তি ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অগ্রগতি আরও দ্রুত হবে। তাই তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও সহায়ক কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন।স্বদেশী গ্রহণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় পণ্য ব্যবহার এবং দেশীয় শিল্পকে উসাহিত করা দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বাড়লে দেশীয় শিল্প ও কৃষি উভয়ই শক্তিশালী হবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিও আরও গতিশীল হয়ে উঠবে। তাঁর মতে, স্বনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে স্বদেশী ভাবনার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানো জরুরি।শিবরাজ সিং চৌহানের বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে উঠে আসে যে পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা-এই তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি মনে করেন, নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব এই তিনটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা। গাছ লাগানো যেমন পরিবেশকে রক্ষা করবে, তেমনি স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করবে।সব মিলিয়ে তাঁর বক্তব্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একাধিক বার্তা উঠে আসে-প্রকৃতি রক্ষা, স্বদেশী ভাবনার প্রসার এবং সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁ৷৷নোর আহ্বান। তাঁর মতে, এই মূল্যবোধগুলিই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।ভোপালের সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর এই বক্তব্য নতুন করে নাগরিক দায়িত্ব ও সামাজিক সচেতনতার প্রসঙ্গকে সামনে এনে দিয়েছে। তাঁর আহ্বান অনুযায়ী, যদি দেশের মানুষ পরিবেশ রক্ষা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার এবং সমাজের দুর্বল মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসে, তাহলে তা দেশের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে বলে জানান।

সেনেটের ফলে স্বস্তিতে ট্রাম্প, পেলেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ ঃ সেনেটের ফলে স্বস্তিতে আমেরিকার প্রেডিসেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেলেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র। তার পরেই ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকা এখন পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে ট্রাম্প তাদের ১০-এ ১৫ দিয়েছেন। বুধবার হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা ভাল কাজ করছি। কেউ কেউ বলছেন ১০-এ আপনি কত দেবেন? আমি বলছি ওই ১৫-র মতো।মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেট ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। মার্কিন কংগ্রেসকে এড়িয়ে একক সিদ্ধান্তে ট্রাম্প সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না, এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেকেই। ইরানে ট্রাম্পের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, ভোরে প্রস্তাবটি নিয়ে সেনেটে ভোটাভুটি হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৭টি। বিপক্ষে ৫৩টি। অর্থাৎ, ট্রাম্পের সামরিক নীতি বহাল রাখার পক্ষেই রায় দেয় মার্কিন সেনেট।

নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই দেখতে চান রাজীব, বাড়ির বাইরে দিলেন স্লোগান

পাটনা, ৫ মার্চ ঃজেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্যাটেল ও দলীয় সমর্থকরা বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বাসভবনের বাইরে নীতীশ কুমারের সমর্থনে স্লোগান দেন। জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্যাটেল বলেন, আমরা নীতীশ কুমারকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। আমরা নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়ার বিরুদ্ধে। আমরা চাই তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার রাজ্যসভায় যান।বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়ার খবর সম্পর্কে বিহারের মন্ত্রী অশোক চৌধুরী বলেন যে, দেখা যাক, এটা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আমরা গত বুধবার দেখা করেছি। আবার জেডি(ইউ) নেতা সঞ্জয় সিং বলেন, যদি তিনি রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা এর বিরোধিতা করতে পারি না, কিন্তু বিহারের জনগণ চান তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই থাকুন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত কুমার সম্পর্কে তিনি বলেন, নিশান্ত কুমারের রাজনীতিতে আসা উচিত। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি।

হায়দরাবাদ হাউসে মোদী ও স্টাবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন, যা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটাইজেশন এবং সুস্থায়িত্বর উপর কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করে। অভিবাসন ও গতিশীলতা, সরকারি পরিসংখ্যান এবং পরিবেশগত সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উভয় পক্ষ এআই, ৬জি, স্বচ্ছ শক্তি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থে সহযোগিতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি গবেষণা, স্টার্টআপ সহযোগিতা এবং শিক্ষা অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে সম্মত হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অভিবাসন চুক্তি উভয় দেশের উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রকে সংযুক্ত করবে এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ফিনল্যান্ডকে একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতি স্টাব প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সহযোগিতার উপর জোর দেন।

কুলতলিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কুলতলি, ৫ মার্চ ঃপঞ্চায়েত সদস্যের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত অনন্ত সাঁপুইকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তিনি কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার। কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডলের অভিযোগ, ঘটিহারানিয়া বাজারের নিজস্ব দোকানে যাওয়ার পথে অনন্ত সাঁপুইয়ের উপরে হামলা চালায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। শরীরের একাধিক অংশে ধারালো অস্ত্রের কোপ লাগে অনন্তের শরীরে। স্থানীয় মানুষজন তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে এসে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁকে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

এপিএসসি উত্তীর্ণদের নিয়োগপত্র বিতরণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৫ মার্চঃ অসমের কোচিং সেন্টারগুলিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সফল প্রার্থীদের ছবি ও নাম সংবলিত বিজ্ঞাপন (হোর্ডিং) প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বুধবার আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি) পরিচালিত কম্বাইন্ড কম্পিটেটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে এই নির্দেশ জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি এপিএসসি-র সাফল্য এবং কৃতিত্ব অপব্যবহার করে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছে।নবনিযুক্ত আধিকারিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ড. শর্মা বলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে সফল প্রার্থীদের ছবি দ্রুত প্রচারসামগ্রী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। কোচিং সেন্টারগুলিকে ‘ মুখস্থ বিদ্যার কারখানা’ আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, অনেক প্রতিষ্ঠান প্রার্থীদের সাফল্যের অযৌক্তিক কৃতিত্ব দাবি করে।তিনি বলেন, ‘এপিএসসি উচিত কোচিং সেন্টারগুলো যা পড়ায় তার বিপরীত ধাঁচে প্রশ্নপত্র তৈরি করা। তারা ছাত্রছাত্রীদের তোতার মতো কয়েকটি বিষয় মুখস্থ করায় এবং পরে সাফল্যের কৃতিত্ব নেয়।’ তিনি আরও বলেন, সরকারি চাকরি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী প্রার্থীদের জন্য, কোনও বিপণন প্রচারের ফল নয়।তাঁর সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘ গত পাঁচ বছরে ১,৫৮,৩৮০ লক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং এই সময়ে কোনও অনিয়মের অভিযোগ সংবাদমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি।’ তিনি বলেন, ‘এক সময় এপিএসসি-র মাধ্যমে চাকরি পেতে কোটি কোটি টাকা দিতে হতো। বদলির ক্ষেত্রেও লাখ লাখ টাকা লাগত। আজ টাকার বিনিময়ে নয়, মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাচ্ছেন যুবক-যুকতীরা।’তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লবকুমার শর্মার প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন, আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম ছিল তা সেখানে নথিভুক্ত হয়েছে। ‘ এখন আর সেই প্রথা নেই...’ দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে নিয়োগের পর সততা বজায় রাখা ব্যক্তিগত দাযিত্ব বলেও সতর্ক করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা এসিএস আধিকারিক নুপুর বরার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ‘ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হলেও ব্যক্তিগত আচরণে ত্রুটি থাকতে পারে। নিযোগের পর প্রত্যেক আধিকারিকের সব কাজ সরকার নজরদারি করতে পারে না,’ বলে তিনি জবাবদিহিতা বাড়াতে প্রযুক্তির ভূমিকার ওপর জোর দেন।ড. শর্মা জানান, গত পাঁচ বছরে রাজস্ব দফতরের মণ্ডলদের মধ্যেই সর্বাধিক গ্রেফতার হয়েছে, যা কঠোর নজরদারির প্রমাণ। তিনি সতর্ক করে বলেন, ডিজিটাল যুগে অবৈধ সম্পদ লুকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।তিনি বলেন, ‘ দফতরের কাছ থেকে বড় অঙ্কের নগদ অর্থ লুকিয়ে রাখা সহজ নয়। টাকা যেখানেই রাখা হোক, প্রয়োজনে তা তদন্তের আওতায় আসতে পারে। আমরা চাইলে প্রযুক্তির সাহায্যে এক মাসের মধ্যে বহু অভিযুক্ত আধিকারিককে চিহ্নিত ও গ্রেফতার করতে পারি।’নবনিযুক্ত আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, এসিএস বা এপিএস-এর মতো মর্যাদাপূর্ণ পরিষেবায় যোগ দেওযার পর যেন তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারিয়ে না ফেলেন। তিনি তাঁদের ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং আরও উচ্চ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন।তবে কোচিং সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যই ছিল সবচেয়ে কঠোর। তিনি নির্দেশ দেন, প্রার্থীদের নাম ও ছবি ব্যবহার করা সমস্ত বিজ্ঞাপন এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে এবং সফল প্রার্থীদেরও অনুরোধ জানান, যেন তাদের ছবি প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হয়।

হায়দরাবাদ হাউসে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষা প্রধানমন্ত্রীর, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও মিলিত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ মার্চ ঃনতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন তাঁরা। হায়দরাবাদ হাউসে যাওয়ার আগে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি।এছাড়াও দিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও সাক্ষা করেন তিনি। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। জয়শঙ্কর এক্স মাধ্যমে জানান, আমি আত্মবিশ্বাসী, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

মহারাষ্ট্রের ৭টি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে ৪টিতে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপি-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ মার্চ ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গত বুধবার মহারাষ্ট্র থেকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। নতুন দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে, দলের নেতা বিনোদ তাওড়ে, মায়া চিন্তামন ইভনাতে এবং রামরাও ওয়াদকুতে-র নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি।

হাওড়ার প্রোমোটার খুনে অবশেষে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৫ মার্চ ঃ আটদিন পর হাওড়ার পিলখানায় প্রোমোটার খুনে অবশেষে পুলিশের জালে মূল দুই অভিযুক্ত। হাওড়ার প্রোমোটার খুনে গ্রেফতার হল মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও রোহিত হোসেন। দিল্লি থেকে হারুন এবং রোহিতকে গ্রেফতার করেছে গোলাবাড়ি থানার টিম।এই মামলায় আগেই তদন্তভার গ্রহণ করেছিল সিআইডি। ভোটের আগে হাওড়ার প্রোমোটার খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। খুনের হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। সেখানেই দেখা মিলেছিল মূল দুই অভিযুক্তের।অভিযোগ, ২৫ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার পিলখানায় কাকভোরে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রোমোটারকে খুন করে মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও রোহিত হোসেন। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মৃত্যু হয় প্রোমোটার শফিক খানের। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই প্রোমোটারের পাশেই দাঁড়িয়েছিল দুই মূল অভিযুক্ত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রোহিত হোসেন শফিক খানকে তাক করে গুলি চালিয়ে দেয়। এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে থাকে হারুন খান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শফিক খানের। এরপরেই পিলখানা রোড থেকে ছুটে পালিয়ে যায় তারা।জানা গেছে, মোটরবাইক, ট্যাক্সি ধরে হাওড়া থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে দুই অভিযুক্ত। এরপর বৃহস্পতিবার ঘটনার আট দিন পর দিল্লি থেকে মূল দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল গোলাবাড়ি থানার টিম।

ফের ভোট দিচ্ছে নেপাল, সুশীলা কার্কি বললেন তাঁর দায়িত্ব শেষ

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা), ৫ মার্চ ঃ জেন জি বিক্ষোভে ওলি সরকারের পতনের পর নেপাল বৃহস্পতিবার ফের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে। ২৭৫টি আসনের জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, যেখানে ১৬৫ জন সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং ১১০ জন সদস্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। নেপালে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে দেশব্যাপী প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সারা দেশের ৭৭টি জেলায় এক দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সকাল ৭ঃ০০ টা থেকে বিকেল ৫ঃ০০ টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ।উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বরে জেন জি বিক্ষোভের পর পতন হয়েছিল নেপালের কেপি শর্মা ওলির সরকারের। তার পর থেকে সে দেশের শাসনভার রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্ব দেন এই অন্তর্বর্তী সরকারের। প্রায় ছ’মাস পর নেপালে ফের সরকার গঠন হতে চলেছে। এ বারও ভোটে লড়ছেন কেপি শর্মা ওলি। নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি বৃহস্পতিবার সকালে কাঠমান্ডুর ধাপাসি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেন, আমার দায়িত্ব শেষ।

পশ্চিম বর্ধমানে প্রথম সিএএ শংসাপত্র, স্বস্তি কাঁকসার দুই উদ্বাস্তু পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি,দুর্গাপুর, ৫ মার্চ ঃ উদ্বাস্তু তকমা কাটিয়ে মিললো নাগরিকত্ব। এসআইআর আবহের মাঝে স্বস্তি ওপার বাংলা থেকে আসা দুই উদ্বাস্তু পরিবারে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম সিএএ সার্টিফিকেট পেল কাঁকসার শিবপুর ও বনকাটির দুই উদ্বাস্তু পরিবার।কাঁকসার শিবপুরের অজয়পল্লীর বাসিন্দা ডালিম বিশ্বাস। বাংলাদেশের হাটমালঞ্চি টিকারিবাজারে জন্মস্থান। জানা গেছে, ২০০১ সালে বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে আসেন। বর্তমানে কাঁকসার শিবপুর অজয়পল্লীতে বসবাস করছেন। মাস কয়েক আগে তিনি এদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। বুধবার ভারত সরকারের নাগরিকত্ব বিধি অনুযায়ী তাঁর শংসাপত্র আসে। একইরকমভাবে কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের এগারোমাইলের বাসিন্দা পীযূষ মৈত্রও ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন। জানা গেছে, পীযূষবাবুর জন্মস্থান বাংলাদেশের তিকরডাঙায়। ২০০৪ সালে সে দেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসেন। মাস কয়েক আগে ভারতে নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী আবেদন করেছিলেন। বুধবার তাঁর কাছেও নাগরিকত্বের শংসাপত্র এসেছে। এদিন পীযূষবাবু বলেন, আমরা খুশি। ভারত সরকার আমাদের নাগরিকত্বের অধিকার দিয়েছে। কৃতজ্ঞ আমরা ভারত সরকারে কাছে। এসআইআর আবহের মাঝে স্বস্তি ওপার বাংলা থেকে আসা দুই উদ্বাস্তু পরিবারে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। যদি আপনি বেশ কিছুদিন ধরে কোনও বিষয় নিয়ে ভেবে থাকেন তাহলে এই দিনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সময়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই দিন একটু শারীরিক পরিশ্রম আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে, যেমন সকালের হাঁটা বা যোগব্যায়াম, এর ফলাফল আপনি আনন্দ পাবেন।

বৃষঃ আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে থাকেন তবে আজই এটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, অন্যথায় সেই সদস্যটি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ জাতক জাতিকারা নতুন ধারণা নিয়ে খোলামেলা ভাবে চিন্তা করবেন, যা ভবিষ্যতে আপনার কেরিয়ার বা ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং অফিসের প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। সন্তান হতে পারে আজকে।

সিংহঃজাতক জাতিকাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে এবং আপনি আপনার সহকর্মীদের মধ্যে একটি সম্মানের স্থান তৈরি করতে সক্ষম হবেন। নতুন প্রকল্পের পরামর্শ দেওয়ার এবং কাজগুলি সহজ করার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই সময়টি আনন্দদায়ক হবে।

কন্যাঃআপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের মেলামেশার জন্য এটি একটি ভাল সময়, তাই আপনার বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করেন বা নতুন সম্পর্ক শুরু করার কথা ভাবছেন, তবে এটি সঠিক সময়। শুভ দিন।

বৃশ্চিকঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ ব্যয়।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। পুরনো সমস্যা সমাধানের জন্য এটি সঠিক সময়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে। কাজের সুযোগ আসবেআজ

মকরঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। শুভ দিন।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি আপনি অনিশ্চিত বোধ করেন তাহলে নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং এটি নিয়ে চিন্তা করুন। এটি আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। বিবাহের যোগ হবে

মীনঃ কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন

আবহাওয়া

আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। তবে, ৮-১০ মার্চ বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৮ মার্চ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝা।গ্রামে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ৯ মার্চ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও হুগলি জেলায় বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ১০ তারিখ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় বৃষ্টির বিষয়ে কোনও সুখবর আপাতত নেই। তবে, বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আপাতত তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ৮-১০ মার্চের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি (০.৬)।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬শত করা এবং সর্বনিম্ন ৩০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪০মিনিটে হতে পারে।

কুলতলিতে তৃনমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের উপর হামলা, অভিযোগ বিজেপির দিকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৬ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচন দোরগোড়ায়, আর তার আগেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু কুলতলিতে। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। বুধবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃহস্পতিবার সেখানে ভর্তি আছে সে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। আহত কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অনন্ত সাপুই। কুলতলিরবিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল জানান, ঘটিহারানিয়া বাজারের তার নিজস্ব দোকানে যাওয়ার পথে তার উপরে হামলা চালায় বিজেপি মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতীরা। এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয় তার শরীরে। শরীরের একাধিক অংশে ধারালো অস্ত্রের কোপ লাগে অনন্তের শরীরে। স্থানীয় মানুষ জন তার চিৎকারে প্রথমে তাকে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতাল ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, মঙ্গলবার দোল উৎসব যাওয়ার পর বুধবার ছিল ঝুলন উৎসব। সেখানে রং খেলার সময় ওই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের গায়ে রং লাগে। তাকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। সেখান থেকেই সংঘর্ষ বাঁধে। তবে এর সাথে বিজেপি কর্মী কোনোভাবেই যুক্ত নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

ফের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, দেবশ্রী মজুমদার, পাইকর, ৬ মার্চ ঃ ফের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম পিরু মাল (৪৭)। বীরভূমের পাইকর থানার জোগায় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পিরু দীর্ঘদিন ধরেই কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কাজ করতে গিয়ে নির্মাণীয় আবাসন থেকে নিচে পড়ে আঘাত পান তিনি। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ভাড়া বাড়িতে ফিরে রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁর দেহ গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বলে সূত্রের খবর।

শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনামূল্যে সরকারি টিকা

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, ৬ মার্চ ঃ শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল থেকেও বিনামূল্যে সরকারি টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টিকাকরনের জন্যে প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালকে একটি ওয়েটিং এরিয়া তৈরি করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি টিকা দেওয়ার পরে টিকা পরবর্তী পর্যবেক্ষন কেন্দ্রও তৈরি রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। যে কোন বেসরকারি হাসপাতাল সপ্তাহে সর্বোচ্চ দুইদিন টিকাকরন করতে পারবে। টিকা গ্রহীতার সংখ্যা বিচার করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দিন নির্ধারন করবেন। উল্লেখ্য ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সাল ইমিউনিজেশন প্রোগ্রামের অধীনে রাজ্যে বিনামূল্যে শিশুদের টিবি, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হেপাটাইটিস বি, রুবেলা র মত ১২টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।

নগেন্দ্রপুরে মিড ডে মিলে টিকটিকি, অসুস্থ ১৫ জন শিশু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ ঃ রায়দীঘি রায়দীঘিতে মিড ডে মিলের খাবারে টিকটিক, অসুস্থ ১৫ জন শিশু। রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর উত্তরপাড়ায় আইসিডি এস সেন্টারের রান্না করা খাবারে পড়লো টিকটিকি। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় ১৫ জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর এই ঘটনা শুনেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা। তিনি নিজে চিকিৎসা করেন। বি এম ও এইচকে বলে ঘটনাস্থলে দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠান। সিডিপিওকে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। মেডিক্যাল অফিসারদের মেডিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে যায়। সকলকেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য এই আইসিডিএস সেন্টারে পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৫। খাবার দেওয়ার পর কিছুজন বাড়িতে খাবার নিয়ে যায়। তবে যারা তৎক্ষণাৎ খাবার খেতে শুরু করে তাদের অসুবিধা হয়। অসুস্থ পড়ুয়াদের পেটব্যথা ও বমির মতো উপসর্গ রয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পাওয়ার পর রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা হাসপাতালে পৌঁছান। তিনি অসুস্থ শিশুদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। নিজেও চিকিৎসা করেন শিশুদের। আর বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুশি সকলেই।

কোচিংয়ের উপর নির্ভরতা কমাতে ইউটিউব চ্যানেলে পাঠদানের পরিকল্পনা সংসদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ ঃ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কোচিং নির্ভরতা কমাতে নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার বাড়িতে বসেই বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ নিতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। সংসদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস সম্প্রচার করা হবে, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পড়ুয়াদের আলাদা করে কোচিং সেন্টারে ছুটতে হবে না বলেই দাবি করেছেন নবনিযুক্ত সভাপতি ড. পার্থ কর্মকার। সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুল থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সংসদ। নির্বাচিত শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময়ে সংসদের নিজস্ব স্টুডিওতে এসে নিজেদের বিষয়ের উপর পাঠদান করবেন। সেই পাঠ রেকর্ড করে আপলোড করা হবে সংসদের ইউটিউব চ্যানেলে। ফলে রাজ্যের যে কোনও প্রান্তের পড়ুয়ারা নিজেদের বাড়িতে বসেই সেই ক্লাস দেখতে ও শুনতে পারবেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য মূলত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনাকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করে তোলা। অনেক

সময় দেখা যায়, কোনও একটি বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে পড়ুয়াদের আলাদা করে কোচিং সেন্টারে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ দুটোই খরচ হয়। সংসদের নতুন উদ্যোগ কার্যকর হলে সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পড়ুয়ারা যখন খুশি সেই ভিডিও দেখতে পারবে এবং প্রয়োজনে একই পাঠ বারবার শুনে নিজেদের বোঝাপড়া আরও মজবুত করতে পারবে। সংসদের সভাপতি ড. পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে পড়াশোনা করলে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর মতে, স্কুলে একজন শিক্ষকের কাছ থেকে কোনও একটি বিষয় পড়ার পর যদি একই বিষয় অন্য কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকেও অনলাইনে শোনা যায়, তাহলে সেই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে পড়ুয়ারা। এতে পাঠ বিষয়টি তাদের মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এছাড়া ক্লাস চলাকালীন কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বা ভুলে যায়, তাহলে অনলাইনে সেই ভিডিও বারবার দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে পড়ুয়ারা রাজ্যের বিভিন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়ার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের নিজ নিজ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। ফলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি বৈচিত্র্য তৈরি হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা আরও সমৃদ্ধ শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। তবে এই বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ নয় বলেও স্বীকার করেছেন সংসদের কর্তৃপক্ষ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহু বিষয় রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়েই রয়েছে অসংখ্য অধ্যায়। সেই সব অধ্যায়ের জন্য আলাদা করে পাঠ প্রস্তুত করা, রেকর্ডিং করা এবং তা আপলোড করা একটি বড় কাজ। তাই দ্রুত এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সংসদ। সংসদ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ৬০০-রও বেশি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে সেই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার ৭০০। আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশা করছেন কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনাকে আরও সহজ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে সংসদের এই উদ্যোগ আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন শিক্ষামহলের একাংশ। যদি পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে রাজ্যের বহু পড়ুয়ার জন্য এটি একটি বড় সহায়ক মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

'বিচারাধীন' ৬০ লক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তি মাত্র ৪ লক্ষ ! প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে প্রতিনিধি দল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চঃ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়ে উঠেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসার আগেই একটি চার সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজ্যে পৌঁছতে চলেছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল রবিবার কলকাতায় পৌঁছবে। তার পরের দিন সোমবার রাজ্যে আসার কথা নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের। নির্বাচন কমিশনের এই সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এই বৈঠকে মূলত ভোট প্রস্তুতির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। ভোটের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের নজর রয়েছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। রাজ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও আলোচনা হয় কিনা, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচারকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এখনও বিপুল সংখ্যক ভোটারের বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একজন ভোটারেরও ভোটাধিকার খর্ব না করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আগামী ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট-এ এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। সেই শুনানিতে বিচারাধীন প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনায় উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের পর্যবেক্ষণই এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এদিকে নির্বাচন কমিশন একাধিক প্রশ্ন সামনে রেখেই ভোটের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে চাইছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৯ ও ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে থাকবে। এই সফরের সময় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং ভোটের সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন কমিশনের সদস্যরা। এছাড়াও ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর মোতায়েন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কথা রয়েছে। এই বৈঠকে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নির্বাচন কমিশনের কর্তারা রাজ্য সফর শেষ করে দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, আগামী ১৫ অথবা ১৬ মার্চের মধ্যেই নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করা হতে পারে। উল্লেখ্য, ১৪ মার্চ কলকাতায় একটি কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র। তার আগেই নির্বাচন কমিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল দেশের আটটি রাজ্যে সফর করবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের উদ্যোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কমিশন সূত্রে খবর, ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দু'দফায় এই বৈঠক হবে। প্রথম দফার বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রের মোট ২৪টি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক, কলকাতা পুলিশের কমিশনার ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা। এরপর দুপুর দু'টো থেকে দ্বিতীয় দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা হয়।

পরিবর্তন যাত্রায় মিঠুনের দেরি, অপেক্ষায় ক্ষুব্ধ মহিলাদের মুখে 'এর চেয়ে দিদি ভালো'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক প্রচার তীব্র করতে বিজেপি শুরু করেছে 'পরিবর্তন যাত্রা'। গত ২ মার্চ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে দল রাজ্যের নানা এলাকায় পৌঁছে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে। ছয় দিনের এই যাত্রায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাছাই করা প্রায় ২২ জন নেতার অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা। তবে বৃহস্পতিবার হাওড়ার আমতায় পরিবর্তন যাত্রার একটি অনুষ্ঠানে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে পারেননি বিজেপির তারকা নেতা ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন উপস্থিত মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ। উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ হাওড়া ও হুগলি জেলায় পরিবর্তন যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। হাওড়া জেলার আমতার অমরাগড়ী এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর দোল ও হোলি উপলক্ষে দু'দিন কর্মসূচি স্থগিত থাকার পর ৫ মার্চ থেকে পুনরায় তা শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার আমতার পাত্রপোল এলাকা থেকে আবার যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মিঠুন চক্রবর্তীর। তাঁকে ঘিরে আগেই তৈরি করা হয়েছিল জমকালো মঞ্চ। প্রস্তুত ছিল পরিবর্তন যাত্রার রথও। সকাল থেকেই বহু মানুষ, বিশেষ করে মহিলা সমর্থকরা সেখানে জড়ো হতে শুরু করেন। অনেকেই ঘরের কাজ বা দৈনন্দিন দায়িত্ব সাময়িকভাবে ফেলে রেখে প্রিয় তারকা নেতাকে একঝলক দেখার আশায় সভাস্থলে পৌঁছেছিলেন। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ মিঠুন চক্রবর্তীর সেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি না আসায় অপেক্ষায় থাকা মানুষদের মধ্যে ধীরে ধীরে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় অনেকেই বিরক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সভাস্থলেই কয়েকজন মহিলাকে বলতে শোনা যায়, এতক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন মিঠুন চক্রবর্তী এলেন না, তখন তাঁদের হতাশা বেড়ে যায়। ক্ষোভের সুরে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, 'এর চেয়ে দিদি অনেক ভালো।' এই মন্তব্য ঘিরে এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই ঘটনা বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর শেষমেশ অনেক মহিলা সভাস্থল ছেড়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানান, ঘরের রান্নাবান্না বা অন্যান্য কাজ ফেলে তাঁরা এখানে এসেছিলেন। কেউ কেউ আবার কাজেও যাননি, শুধুমাত্র মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার আশায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার দৈনন্দিন কাজ সামলাবেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাদের মধ্যেও কিছুটা অসন্তোষ দেখা যায় বলে জানা গেছে। উপস্থিত অনেক নেতা কর্মসূচির সময়সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আয়োজনে কিছু ত্রুটি ছিল বলেও মন্তব্য করেন। তবে শেষ পর্যন্ত দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর মিঠুন চক্রবর্তী সভাস্থলে পৌঁছন এবং পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দেন। কিন্তু ততক্ষণে মাঠের বড় অংশই ফাঁকা হয়ে যায়। অনেকেই ইতিমধ্যেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। ফলে প্রত্যাশিত ভিড় আর দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে আমতায় পরিবর্তন যাত্রার এই পর্ব কিছুটা বিশৃঙ্খলার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের বড় কর্মসূচিতে সংগঠনের পরিকল্পনা ও সময়নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রেক্ষাপটে এই ঘটনার প্রভাব রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভোটার তালিকায় ৬০ লক্ষ নাম 'বিচারাধীন', নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে সিপিএমের রাতভর বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' রেখে তাঁদের নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হওয়ায় এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদে বুধবার রাত থেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে আন্দোলনে নামল সিপিএম। রাতভর ধর্না ও বিক্ষোভে সামিল হন বামফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁদের অভিযোগ, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করার নামে প্রকৃত ও বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। বাম নেতাদের দাবি, যত দিন পর্যন্ত এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা হচ্ছে, তত দিন রাজ্যে কোনও নির্বাচন করা উচিত নয়। ধর্নামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানান শাসক ও বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, আদিবাসী, মতুয়া এবং নিম্নবিত্ত পরিশ্রমী মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং এর পিছনে বিজেপি ও তৃণমূলের গোপন সমঝোতা কাজ করছে বলেও তিনি দাবি করেন। অন্যদিকে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ভোটারদের 'বিচারাধীন' তকমা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'চোর বা অপরাধীরা বিচারাধীন হতে পারে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার কেন বিচারাধীন থাকবে? অবিলম্বে এই ৬০ লক্ষ মানুষের নাম স্বচ্ছ তালিকায় ফেরাতে হবে।' বামেদের অভিযোগ, এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস ভুয়ো ভোটারের মাধ্যমে ভোটে প্রভাব বিস্তার করেছে, আর এখন বিজেপি সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আদালত যদি ছুটির দিনেও বসতে পারে, তবে কমিশন কেন দিনরাত এক করে এই সমস্যার সমাধান করবে না?' বুধবার রাত থেকে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে ফুটপাতে বসেই আন্দোলন চালিয়ে যান বাম কর্মী-সমর্থকেরা। কেউ শুয়ে, কেউ বসে রাতভর স্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানান। বাম নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা, যত দিন না এই ৬০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে এবং প্রতিটি বৈধ ভোটারের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে, তত দিন আন্দোলন থামবে না; বরং তা আরও জোরদার করা হবে।

প্রতিবেশীর সাথে মারপিটের অভিযোগে গ্রেপ্তার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৬ মার্চ ঃ বাঁশ নিয়ে এক প্রতিবেশীর সাথে মারপিট ও গন্ডগোলের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বুধবার জয়নগর থানার পূর্ব গাববেড়িয়া এলাকায় ভ্যানে করে বাঁশ নিয়ে যাবার পথে বাঁশের সরু অংশ লেগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রতিবেশী গোস্ট নস্করের বাড়ি। আর এই নিয়ে প্রতিবেশী সুজয় অরফে সুরজিত (৩২) মন্ডলের সাথে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর তার পরে গোস্ট নস্কর জয়নগর থানায় প্রতিবেশি বাঁশের ভ্যান চালক সুজয়ের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।আর তার পরে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সুজয়কে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ বুধবার রাতে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

দিল্লিতে গ্রেফতার গোলাবাড়ি ঘটনার অভিযুক্ত মূল ২ অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চঃ বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির জামা মসজিদ এলাকা থেকে গ্রেফতার গোলাবাড়ির পিলখানায় গুলি-কাণ্ডে প্রোমোটার খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মূল দুই অভিযুক্ত। ধৃতদের তুলে দেওয়া হবে সিআইডি-র হাতে। হাওড়ার গোলাবাড়ির পিলখানায় গুলি-কাণ্ডে প্রোমোটার খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির জামা মসজিদ এলাকা থেকে গ্রেফতার হলো মূল দুই অভিযুক্ত হারুন খান এবং রাফাকাত হোসেন ওরফে রোহিত। ঘটনার ৯ দিনের মাথায় গ্রেফতার করা হলো। হাওড়া থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকো, বিহার এবং দিল্লিতে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল এরা। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দল এবং হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। শেষমেশ এদের গ্রেফতার করা হয়। পিলখানা গুলি-কাণ্ডের তদন্তে নেমে এর আগে এদের চার সহযোগীকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে, মূল অভিযুক্ত রোহিত ও হারুন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিল্লিতে আত্মগোপন করেছিল। শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির জামা মসজিদ এলাকা থেকে গ্রেফতার হয় এরা। এদিন সকালে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হন। ধৃতদের সি আই ডি'র হাতে তুলে দেওয়া হবে। জানা গেছে, খুনের পর ওই দুই আততায়ী কলকাতা থেকে বিহার ও পরে দিল্লি পালিয়ে যায়। হাওড়া সিটি পুলিশের কয়েকটি তদন্তকারী দল তাদের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। রেল স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ, বিভিন্ন সোর্স এবং টেকনিক্যাল সূত্রকে কাজে লাগিয়ে এদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে গোলাবাড়ির পিলখানায় প্রকাশ্যে শ্যুট আউটের ওই ঘটনায় খুন হন সফিক খান (২৭)। ঘটনার দিন ভোর ৪-১০ মিনিট নাগাদ দুই আততায়ী হেঁটে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মোট ৫-৬ রাউন্ড গুলি করে ওই প্রোমোটারকে। যুবকের মাথা ও বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় বুলেট। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই খুনের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে সনাক্ত করে পুলিশ। এরা হলো হারুন খান এবং রাফাকাত হোসেন ওরফে রোহিত। এদের সঙ্গে সফিকের পুরনো ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই ওই শ্যুট আউটের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। প্রথমে হাওড়া সিটি পুলিশের গোলাবাড়ি থানা এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ঘটনার তদন্তে নামে। এরপর মৃতের পরিবারের দাবিমতো ঘটনার তদন্তভার সি আই ডি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। অবশেষে ঘটনার ৯ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার ভোরে মূল দুই অভিযুক্তকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হলো। এদের সি আই ডি'র হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বলেন, হারুন খান এবং রাফাকত হোসেন ওরফে রোহিত নামে দুই অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের দল গ্রেফতার করে।

শেওড়াফুলি স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের পাশে আগুন, আতঙ্ক যাত্রীদের মধ্যে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে হুগলির শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে আচমকা আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ভিতরেই একটি অংশে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে খবর, ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ থেকেই আগুনের সূত্রপাত। শুকনো আবর্জনায় আগুন লেগে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি কিছুটা ভয়াবহ আকার নেয়। ঘটনার সময় প্ল্যাটফর্মে বহু যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আগুন দেখতে পেয়েই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্টেশন জুড়ে। যাত্রীরা দ্রুত সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং অনেকেই ছুটোছুটি শুরু করেন। আগুন লাগার জায়গার ঠিক পাশেই একটি শৌচালয় থাকায় আতঙ্ক আরও বাড়ে। প্ল্যাটফর্মের ধারে থাকা একটি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংতেও আগুন ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সরকারি রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী-এর কর্মীরা। প্রথমে রেলের কর্মীরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন স্টেশনে পৌঁছে যায়। বিশেষ পরিস্থিতিতে দমকলের গাড়ি সরাসরি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। যদিও আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। শ্রীরামপুর ফায়ার স্টেশনের অফিসার শান্তনু মালিক বলেন, '৩টে ৫০ নাগাদ আমরা খবর পাই। ১০ মিনিটের মধ্যে ফায়ার বাইক ও একটি গাড়ি নিয়ে আসি। আগুন লাগার কারণ এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ওখানে প্রচুর আবর্জনা ছিল। কোনও হতাহত নেই।' উল্লেখ্য, এর আগের দিনই উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। একটি মিষ্টির দোকান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের কয়েকটি দোকানে এবং পিছনে থাকা একটি কাঠগোলাও পুড়ে যায়। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যুর খবরও সামনে আসে। পরপর দু'দিন রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৬ মার্চ ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে ও পরিবেশকে রক্ষা করতে প্রয়োজন বৃক্ষ রোপনের। সবুজ বাঁচাতে সবুজের ধ্বংস আটকাতে প্রয়োজন বৃক্ষ রোপনের। আর সেই কথাকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকালয়ের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সারা দেশের ৭৩১টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক যোগে পালন করা হলো বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি। এদিন জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞদের ও কৃষকদের উপস্থিতিতে একাধিক ফলের গাছ বসানো হয়। তাছাড়া নিমপীঠ কেবিকের সহায়তায় সুন্দরবনের একাধিক ব্লকের প্রান্তিক কৃষকরা এদিন তাদের নিজ এলাকায় এই বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করেন। আর এদিন এই বৃক্ষ রোপণের মধ্যে দিয়ে সবুজ বাঁচানোর বার্তা দেওয়া হয়।

হাওড়ার আন্দুলে সিনেমা হলের মধ্যে যুগলের আত্মহত্যার চেষ্টা

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, আন্দুল, হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ হাওড়ার আন্দুলে সিনেমা হলের মধ্যে যুগলে মিলে আত্মহত্যার চেষ্টা, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক প্রেমিকা, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রেমিকও। ঘটনার তদন্তে নামলো সাঁকরাইল থানার পুলিশ। হাওড়ার আন্দুলের ওই সিনেমা হলে বুধবার ওই ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এদের কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাওড়ার ডোমজুড়ের বাসিন্দা ওই যুগলের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এরপর দু'জনেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মেনে নিচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। বুধবার দু'জনে সিনেমা দেখতে আসেন সাঁকরাইল থানা এলাকায় আন্দুলের একটি সিনেমা হলে। সেখানে আলাদাভাবে বসে সিনেমা দেখার কেবিন রয়েছে। দুপুরের শো'তে দু'জনে কেবিনের টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আসেন। আর এখানেই সিনেমা শেষের পর অচৈতন্য অবস্থায় দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। দু'জনকেই উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দু'জনের অবস্থা সংকটজনক। পুলিশ সূত্রে খবর, এদের পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। খুব সম্ভবত কীটনাশক খেয়ে এরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সূত্রের খবর, প্রেমিকের থেকে প্রেমিকার বয়স বেশি হওয়ায় পরিবারের আপত্তি ছিল। সে কারণে দু'জনে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যুদ্ধের আবহে বাহরিনে আটকে ডোমজুড়ের সুরজিৎ মণ্ডল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, ৬ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে বাহরিনে আটকে পড়েছেন ডোমজুড়ের সুরজিৎ মণ্ডল, ৯ তারিখ বিয়ের আগে বাড়ি ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা। দুশ্চিন্তায় পরিবার। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে কর্মসূত্রে থাকা বাহরিনে আটকে পড়েছেন হাওড়ার ডোমজুড়ের বাসিন্দা সুরজিৎ মণ্ডল। আগামী সোমবার ৯ তারিখ তাঁর বিয়ে। তার আগে বাড়ি ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে হাওড়ার ডোমজুড়ের মণ্ডল পরিবারের সদস্যরা এখন রীতিমতো দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পরিবারের ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে আগামী সোমবার, ৯ মার্চ। দুই পক্ষের আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণপত্রও বিলি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাত্র অর্থাৎ বিয়ের বরই এখন আটকে রয়েছেন বিদেশের মাটিতে। নির্ধারিত সময়ের আগে তিনি আদৌ দেশে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে দুই পরিবারের সদস্যদের। বিয়ের লগ্নের আগে বর কি এসে পৌঁছতে পারবেন ছাদনাতলায়? তা নিয়েই গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ডোমজুড়ের নারনা গ্রামে। জানা গেছে, নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই পাত্র সুরজিতের ঘরে ফেরার কথা থাকলেও গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া পশ্চিম এশিয়া জুড়ে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সুরজিতের ঘরে ফেরা এখনও অনিশ্চিত। কবে বর ঘরে ফিরতে পারবে তা নিয়ে শঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছে দুই পরিবারের। পশ্চিম এশিয়া জুড়ে যুদ্ধের আবহে সেখানকার একাধিক দেশে আটকে রয়েছেন অসংখ্য ভারতীয়রা। জানা গেছে, গত প্রায় বছর পাঁচেকেরও বেশি সময় ধরে ডোমজুড়ের নারনা গ্রামের বছর সাতাশের যুবক সুরজিৎ মণ্ডল সোনার পালিশের কাজের সূত্রে বাহরিনের হিড শহরে থাকেন। শনিবার ইজরাইল ও আমেরিকার যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণের পর পাল্টা বাহরিনেও আক্রমণ শানিয়েছে ইরান। সৌদি সহ একাধিক আমেরিকা ঘনিষ্ঠ দেশের ওপর ইরানী ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হানা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় চিন্তায় পড়েছেন সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়রাও। কার্যত তাঁরা ওইসব দেশে আটকে পড়েছেন। বাহরিনের মুহাররক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ফলে ভারতীয়রা কোনওভাবেই ঘরে ফিরতে পারছেন না বলে জানা গেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৬ মাস আগে সুরজিৎ এর বিয়ের ঠিক হয়। পরিবারের পক্ষ থেকেই পাত্রী পছন্দ করে বিয়ের সামনের ৯ মার্চ অর্থাৎ সোমবার বিয়ের দিন ঠিক হয়। সুরজিৎ এর বিমানের টিকিট ছিল গত ১ মার্চ। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে বিমান পরিষেবা পুরোপুরি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিয়ের আগে বাড়ি ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন ১৪৩২

রণতরী ধ্বংসের ঘটনায় কূটনীতির পরীক্ষা

অনিকেত নস্কর, নয়াদিল্লি

বিশ্বরাজনীতির অস্থির সময়ে একটি ঘটনা কখনও কখনও শুধু সামরিক সংঘর্ষের খবর হয়ে থাকে না সেটি হয়ে ওঠে কূটনীতি, মর্যাদা এবং নৈতিকতার পরীক্ষার ক্ষেত্র। সাম্প্রতিক ঘটনায় ভারতের এক অতিথির উপর হামলা এবং রণতরী ধ্বংসের ঘটনাকে ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ নয় বরং তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরানের তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং ভারতের নীরবতা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা আজ কেবল কূটনৈতিক মহলেই সীমাবদ্ধ নেই-বরং সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্ন তুলছে, ভারতের অবস্থান ঠিক কোথায়? কূটনীতির জগতে অতিথি শব্দটির একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। কোনও রাষ্ট্র যখন অন্য দেশের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানায় বা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়, তখন সেই অতিথির নিরাপত্তা রক্ষা করা শুধু প্রথাগত দায়িত্ব নয় এটি রাষ্ট্রের মর্যাদার প্রশ্নও বটে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, অতিথির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তা দুই দেশের সম্পর্ককে দীর্ঘদিনের জন্য প্রভাবিত করেছে। তাই ভারতের অতিথির উপর হামলার অভিযোগ যখন সামনে এসেছে, তখন তা নিছক একটি সামরিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইরান এই ঘটনাকে ঘিরে যে ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা বিষয়টিকে কেবল সামরিক ক্ষতি হিসেবে দেখছে না। বরং তারা এটিকে মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরছে। ইরানের বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অতিথির উপর হামলা শুধু একটি দেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে আঘাত। সেই কারণেই তারা ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং ভারতের কাছ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য প্রত্যাশা করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নীরবতা নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দিল্লি প্রায়শই সতর্ক এবং মাপা ভাষা ব্যবহার করে। অনেক সময় তা কৌশলগত নীরবতা হিসেবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্তমান ঘটনায় সেই নীরবতা কতটা কৌশলগত আর কতটা অনিচ্ছাকৃত-সেই প্রশ্নই আজ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভারত একটি বৃহৎ রাষ্ট্র, যার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বহুমাত্রিক। একদিকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও জ্বালানি নির্ভরতার সম্পর্ক রয়েছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করাও ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তড়িঘড়ি করে অবস্থান নেওয়া অনেক সময় কৌশলগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সম্ভবত সেই কারণেই ভারত সরকার এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সংযত ভূমিকা পালন করছে। তবে কূটনীতিতে সংযম যতটা প্রয়োজন, ততটাই প্রয়োজন স্পষ্টতার। যখন একটি রাষ্ট্র প্রকাশ্যে অন্য রাষ্ট্রের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন সেই নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দুর্বলতার বার্তা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় বক্তব্যের ভাষা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সময়। ইরান এবং ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে বহুমাত্রিক। প্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ের অর্থনৈতিক সহযোগিতা-দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘ। জ্বালানি সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে সহযোগিতা-এই সব ক্ষেত্রেই দুই দেশ একে অপরের সঙ্গে বহু বছর ধরে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাই বর্তমান উত্তেজনা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তা দুই দেশের জন্যই অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বরাজনীতির এই সময়ে পশ্চিম এশিয়া এমনিতেই অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংঘর্ষ, সামরিক উত্তেজনা এবং ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা পুরো অঞ্চলটিকে এক ধরনের অগ্নিগর্ভ অবস্থায় নিয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের মতো একটি বড় রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে-যে শক্তি সংঘর্ষ নয়, বরং সংলাপকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে সব সময় সেই আদর্শ বজায় রাখা সহজ নয়। অনেক সময় বিভিন্ন শক্তির চাপ, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি মিলিয়ে একটি রাষ্ট্রকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বর্তমান ঘটনায় ভারতের অবস্থান সম্ভবত সেই জটিল সমীকরণের মধ্যেই আবদ্ধ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়-একটি রণতরী ধ্বংস এবং অতিথির উপর হামলার অভিযোগের মতো গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরবতা কি যথার্থ কৌশল? কূটনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করেন, ভারতের উচিত অন্তত একটি নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করা। কারণ নীরবতা যত দীর্ঘ হয়, ততই তা নানা ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আন্তর্জাতিক মর্যাদা। ভারত আজ বিশ্বমঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। অর্থনীতি, প্রযুক্তি এবং কূটনীতিতে ভারতের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক সংকটের সময় ভারতের প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে এমন ঘটনায় ভারতের প্রতিটি পদক্ষেপই ভবিষ্যতের কূটনৈতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। ইরানের চাপ বাড়ার ঘটনাটিও সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। তারা স্পষ্টতই চাইছে ভারত একটি দৃশ্যমান অবস্থান নিক। কারণ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সমর্থন এবং নীরবতা-দুটিই শক্তিশালী বার্তা বহন করে। একটি রাষ্ট্র যখন কোনও বিষয়ে নীরব থাকে, তখন অনেক সময় সেই নীরবতাকেই এক ধরনের অবস্থান হিসেবে ধরা হয়। তবে ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্য বরাবরই একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে-স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। দিল্লি বহুবার প্রমাণ করেছে যে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা নত না করে তারা নিজেদের স্বার্থ এবং নীতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে চায়। বর্তমান পরিস্থিতিতেও সম্ভবত সেই নীতিই কার্যকর রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের সামনে যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে, তা শুধু একটি সামরিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ভারতের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির দিকনির্দেশনা সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বিশ্ব যখন ক্রমশ বিভাজিত শক্তির প্রতিযোগিতার দিকে এগোচ্ছে, তখন ভারতের মতো একটি রাষ্ট্রের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, কঠিন সময়ই একটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক দক্ষতার আসল পরীক্ষা। সংযম, স্পষ্টতা এবং দূরদর্শিতা-এই তিনের সমন্বয়েই সফল কূটনীতি গড়ে ওঠে। ভারতের সামনে এখন সেই পরীক্ষার মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। অতিথির উপর হামলার অভিযোগ এবং রণতরী ধ্বংসের ঘটনাকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলো সামনে এসেছে-রাষ্ট্রের মর্যাদা, কূটনৈতিক দায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক নৈতিকতার প্রশ্ন-সেগুলো সহজে মুছে যাওয়ার নয়। বিশ্বরাজনীতির এই অস্থির সময়ে ভারতের প্রতিটি পদক্ষেপই কেবল একটি দেশের সিদ্ধান্ত নয় বরং তা একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রতিফলন। সেই কারণেই আজকের এই নীরবতার মধ্যেও এক ধরনের প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে-ভারত কি শেষ পর্যন্ত এমন একটি পথ বেছে নেবে, যা শুধু কূটনৈতিক সমীকরণ নয়, নৈতিক অবস্থানকেও স্পষ্ট করবে? সময়ের উত্তরই শেষ পর্যন্ত সেই প্রশ্নের সমাধান দেবে। তবে এতটুকু নিশ্চিত-অতিথির রক্তে লেখা এই বিতর্ক ভারতের কূটনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বদলে যাওয়া বাজারের গল্প

অর্থনীতি কোনও স্থির পাথরের স্তম্ভ নয় বরং এটি এক জীবন্ত সত্তা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, নতুন রূপ ধারণ করে এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলে। মানুষের জীবনযাত্রা, প্রযুক্তির অগ্রগতি, বাজারের চাহিদা এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ-সবকিছু মিলিয়েই অর্থনীতির এই চলমান বিবর্তন। গত এক দশকেরও বেশি সময়ের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় অর্থনীতি কীভাবে দ্রুত পরিবর্তনের পথে হাঁটছে। ২০১১ সালের ভারত এবং আজকের ভারত যেন একই দেশের দুই ভিন্ন সময়ের প্রতিচ্ছবি। মাত্র এক যুগ আগেও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির উপস্থিতি এতটা প্রবল ছিল না। তখন হাতের মুঠোয় উন্নতমানের দূরভাষযন্ত্র সবার কাছে পৌঁছে যায়নি। শহরের কিছু অংশে সীমিত পরিসরে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকলেও গ্রামাঞ্চলে সেই সুবিধা ছিল অত্যন্ত সীমিত। দূরসংযোগ ব্যবস্থাও তখন এত দ্রুতগতির ছিল না। তথ্য আদানপ্রদান করতে সময় লাগত, আর দূরবর্তী যোগাযোগ অনেকটাই নির্ভর করত প্রচলিত ব্যবস্থার উপর। কিন্তু সময়ের চাকা থেমে থাকে না। প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের জীবনকে যেমন সহজ করে তুলেছে, তেমনি অর্থনীতির ভিতকেও আমূল বদলে দিয়েছে। আজ দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের হাতে উন্নতমানের দূরভাষযন্ত্র পৌঁছে গেছে। তথ্য এখন আর দূরের বিষয় নয় বরং মুহূর্তের মধ্যে মানুষের হাতের নাগালে চলে আসে। এই পরিবর্তন শুধু প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। একসময় ঘরে বসে পণ্য কেনার ধারণাটি অনেকের কাছে বিলাসিতা মনে হত। বড় শহরের কিছু মানুষ হয়তো সীমিত পরিসরে এই সুবিধা পেতেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে তা ছিল কল্পনার মতো। বাজারে যেতে হত, দোকানে গিয়ে পণ্য বেছে নিতে হত, দামাদামি করতে হত। এই প্রক্রিয়াই ছিল কেনাকাটার প্রচলিত রীতি। কিন্তু আজ সেই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন ঘরে বসেই মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের নানা সামগ্রী কিনে ফেলতে পারে। কয়েকটি স্পর্শের মাধ্যমেই অর্ডার করা যায় খাবার, পোশাক, বই কিংবা গৃহস্থালির সামগ্রী। এই পরিবর্তন শুধু মানুষের সুবিধা বাড়ায়নি বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের কাঠামোকেও নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। অর্থনীতির এই পরিবর্তনের পেছনে প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। দ্রুতগতির দূরসংযোগ ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে নতুন গতি দিয়েছে। তথ্যপ্রবাহের এই দ্রুততা বাজারের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং ব্যবসার নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। একসময় ব্যবসা মানেই ছিল নির্দিষ্ট একটি দোকান বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা। কিন্তু এখন ব্যবসা আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন ছোট উদ্যোক্তাও ঘরে বসে নিজের পণ্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারছেন। ফলে অর্থনীতির চাকা আরও দ্রুত ঘুরছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের ভোক্তা আচরণের পরিবর্তন। আগে মানুষ কেনাকাটার জন্য অনেক বেশি সময় ব্যয় করত, বাজারে ঘুরে পণ্য নির্বাচন করত। এখন সেই প্রক্রিয়া অনেকটাই বদলে গেছে। মানুষ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন পণ্যের তুলনা করতে পারছে। এর ফলে বাজারের প্রতিযোগিতাও বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের এখন শুধু পণ্য বিক্রি করলেই চলে না বরং গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ গ্রাহকের হাতে এখন অনেক বিকল্প রয়েছে। তারা সহজেই অন্য বিক্রেতার কাছে চলে যেতে পারে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিতে নতুন ধরনের কর্মসংস্থানেরও জন্ম হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা, সরবরাহ ব্যবস্থা, তথ্য বিশ্লেষণ, বিপণন-এই সব ক্ষেত্রেই নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্য এই পরিবর্তন অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। তবে অর্থনীতির এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও এসেছে। প্রযুক্তিনির্ভর বাজারে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। অনেক ছোট ব্যবসায়ী এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না। যারা প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে পড়েন, তারা অনেক সময় বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সমস্যায় পড়েন। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কখনও কখনও নতুন ধরনের ঝুঁকিও তৈরি করে। তথ্যের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং সাইবার অপরাধের মতো বিষয়গুলো এখন অর্থনীতির নতুন উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বলা যায়, অর্থনীতির এই পরিবর্তন মূলত ইতিবাচক। কারণ এটি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। প্রযুক্তি এবং বাজারের এই সমন্বয় অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করে তুলেছে। ভারতের মতো একটি বিশাল দেশের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য আরও বেশি। এখানে জনসংখ্যা বিপুল, বাজারের আকার বিশাল এবং তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা অনেক। ফলে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি এই দেশের উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারে। তবে অর্থনীতির এই বিবর্তনের দিকে তাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে-পরিবর্তনই হল একমাত্র স্থায়ী সত্য। যে সমাজ এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সেই সমাজই ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ২০১১ সালের ভারত হয়তো প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু সেই সময় থেকেই পরিবর্তনের বীজ বপন হয়েছিল। সেই বীজই আজ একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছে দেশ। এই যাত্রা এখানেই শেষ নয়। প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আরও উন্নত হচ্ছে, বাজারের চাহিদাও বদলাচ্ছে। আগামী দশকে হয়তো আরও অনেক পরিবর্তন ঘটবে, যা আজ কল্পনাও করা কঠিন। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত-অর্থনীতি যেমন জীবন্ত সত্তা, তেমনি মানুষের সৃজনশীলতাও সীমাহীন। এই দুইয়ের মিলনেই তৈরি হয় নতুন যুগের গল্প। আর সেই গল্পই লিখে চলেছে ভারতের পরিবর্তিত বাজার, যেখানে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে মিলিত হয়ে গড়ে তুলছে ভবিষ্যতের অর্থনীতি।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

অনুকূল ঠাকুরের শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্য, প্রেম, শৃঙ্খলা এবং পরোপকারের মাধ্যমে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁর বাণীতে বারবার উঠে এসেছে আত্মশুদ্ধি, গুরুপ্রেম, পরিবার রক্ষা এবং কর্মনিষ্ঠ জীবনের কথা। তিনি মানুষকে উৎসাহিত করতেন যাতে তারা নিজের চরিত্রকে উন্নত করে এবং অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে। তাঁর শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সহজ ভাষায় গভীর সত্য প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, জীবনের সঠিক পথ খুঁজে পেতে হলে মানুষকে নিজের ভিতরের শুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে, সত্যিকারের ধর্ম মানে কেবল আচার নয়, বরং আচরণ-অর্থাৎ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা এবং কর্তব্য পালন। অনুকূল ঠাকুরের সব বাণী মানুষের জীবনে দিশা দেখায়। তাঁর একটি বহুল প্রচলিত বাণীর ভাবার্থ হল- মানুষ যখন ভালো কাজ করতে চায়, তখন নানা বাধা আসবে, কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করেই এগিয়ে যেতে হয়। কারণ বড় হওয়ার পথ কখনও সহজ নয় তবুও সৎ পথে চললে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করা যায়। তিনি মানুষের জীবনে পরিবার ও সমাজের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পরিবারই মানুষের চরিত্র গঠনের প্রথম বিদ্যালয়। তাই পরিবারে ভালোবাসা, সম্মান ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজও তাঁর শিক্ষা ও বাণী অসংখ্য মানুষের জীবনে প্রেরণার উৎস। তাঁর দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের প্রকৃত শক্তি তার নৈতিকতা, প্রেম এবং সেবার মনোভাবের মধ্যেই নিহিত।

হিমালয়ের ছায়ায় ক্ষমতার নতুন খেলা

সমরেশ পাল

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট রাষ্ট্র নেপাল বহু দশক ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। কখনও রাজতন্ত্র, কখনও গণআন্দোলন, কখনও আবার দলীয় সংঘাত-এই সবকিছুর ভেতর দিয়ে দেশটি তার রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে, তা আবারও সেই পুরনো প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে-নেপালের ক্ষমতার আসনে কি আবার রাজতন্ত্রপন্থীদের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে? আর এই জটিল চতুর্মুখী লড়াইয়ের মধ্যে কি নতুন শক্তি হিসেবে উঠে আসতে পারেন স্বতন্ত্র পরিচয়ে রাজনীতির ময়দানে আলোচিত বলেন্দ্র শাহ? নেপালের রাজনীতির ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এই দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কখনও স্থির ছিল না। এক সময় শতাব্দীপ্রাচীন রাজতন্ত্রের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার মধ্যে রাজপরিবার ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণআন্দোলন এবং জনগণের দাবির ফলে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পরে নেপাল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। সেই পরিবর্তনকে অনেকেই একটি ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির পথ সব সময় সরল নয়। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও নেপাল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। সরকার বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, জোট রাজনীতি অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেছে এবং দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশ গভীর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে আবার রাজতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের নস্টালজিয়া তৈরি হয়েছে। তারা মনে করছেন, রাজতন্ত্রের সময় অন্তত রাজনৈতিক স্থিতি ছিল, যা বর্তমান ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। এই মানসিকতার সুযোগ নিয়েই রাজতন্ত্রপন্থী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা সরাসরি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে সামনে আসছে না সব সময়, তবু তাদের বক্তব্যে সেই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত স্পষ্ট। নেপালের রাজনীতিতে এই প্রবণতা নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তা আবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতির ময়দানে আরেকটি নতুন নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে-বলেন্দ্র শাহ। তিনি প্রচলিত দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে উঠে আসা এক স্বতন্ত্র মুখ। রাজধানীর নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি যে ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তা অনেক বিশ্লেষকের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলেন্দ্র শাহের রাজনীতির মূল আকর্ষণ তার স্বতন্ত্রতা। তিনি নিজেকে প্রচলিত দলীয় সংঘাতের বাইরে একজন প্রশাসনিক দক্ষ নেতা হিসেবে তুলে

ধরতে চেয়েছেন। তার বক্তব্যে প্রায়ই উঠে আসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং নগর উন্নয়নের বাস্তব পরিকল্পনা। এই ভাষা অনেক তরুণ ভোটারের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত দলগুলোর প্রতি হতাশ। নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনেকেই চতুর্মুখী লড়াই হিসেবে বর্ণনা করছেন। একদিকে রয়েছে পুরনো শক্তিশালী দলগুলো, যারা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির মূল ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যদিকে রয়েছে রাজতন্ত্রপন্থী শক্তি, যারা নতুন করে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছে। তৃতীয় শক্তি হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ছোট দল, যারা জোট রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। আর চতুর্থ শক্তি হিসেবে উঠে আসছে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব, যার প্রতীক হয়ে উঠেছেন বলেন্দ্র শাহ। এই চতুর্মুখী প্রতিযোগিতা নেপালের রাজনীতিকে এক নতুন মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। কারণ এই প্রতিযোগিতায় কোনও একক শক্তির আধিপত্য স্পষ্ট নয়। ফলে রাজনৈতিক ভবিষ্য অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। রাজতন্ত্রপন্থীদের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে-নেপালের সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে অতীতকে ভুলে যায়নি। রাজতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের আবেগ এখনও সমাজের একটি অংশের মধ্যে বিদ্যমান। বিশেষ করে যারা বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় হতাশ, তারা অনেক সময় অতীতের দিকে ফিরে তাকায়। এই আবেগকে রাজতন্ত্রপন্থী সংগঠনগুলো নিজেদের রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তবে বাস্তবতা হল, নেপালের নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যতের পথ হিসেবে দেখতে চায়। তারা মনে করে, সমস্যার সমাধান রাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার মধ্যে নেই বরং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার মধ্যেই রয়েছে। এই মানসিকতাই বলেন্দ্র শাহের মতো স্বতন্ত্র নেতাদের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে। বলেন্দ্র শাহের জনপ্রিয়তা অনেকের কাছে আশার প্রতীক। কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে প্রচলিত দলীয় কাঠামোর বাইরে থেকেও একজন নেতা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেন। তার কাজের ধরন অনেক সময় প্রচলিত রাজনীতির থেকে আলাদা। তিনি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রশ্ন হল, স্থানীয় স্তরের জনপ্রিয়তা কি জাতীয় রাজনীতিতে একইভাবে প্রভাব ফেলতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ জাতীয় রাজনীতি অনেক বেশি জটিল, যেখানে বিভিন্ন স্বার্থ, জোট এবং কৌশলের সমীকরণ কাজ করে। তবুও বলা যায়, বলেন্দ্র শাহের উত্থান নেপালের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে। সেই বার্তা হল-জনগণ নতুন ধরনের নেতৃত্ব খুঁজছে। তারা এমন নেতাকে দেখতে চায়, যিনি দলীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থকে গুরুত্ব দেবেন। নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোন পথে এগোবে, তা নির্ভর করবে এই চার শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। রাজতন্ত্রপন্থীরা যদি নিজেদের সমর্থন বিস্তার করতে পারে, তবে তারা রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আবার পুরনো দলগুলো যদি নিজেদের ভেতরের দ্বন্দ্ব মেটাতে পারে, তবে তারা এখনও শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে পারে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব যদি মানুষের আস্থা ধরে রাখতে পারে, তবে তা নেপালের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। কারণ স্বতন্ত্র নেতৃত্বের উত্থান মানে শুধু নতুন মুখের আবির্ভাব নয় বরং তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইঙ্গিতও বহন করে। হিমালয়ের দেশটি তাই আবারও এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অস্থিরতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-এই তিনের টানাপোড়েনের মধ্যেই গড়ে উঠছে নেপালের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতার মধ্যে প্রশ্নটি আরও তীব্র হয়ে উঠছে-ক্ষমতার কুরসিতে শেষ পর্যন্ত কারা বসবে? রাজতন্ত্রপন্থীরা কি নতুন করে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে পারবে? নাকি প্রচলিত দলগুলো আবারও ক্ষমতার কেন্দ্র দখল করবে? অথবা কি সত্যিই নতুন পথ তৈরি হবে, যেখানে স্বতন্ত্র নেতৃত্বের উত্থান ঘটবে? উত্তর এখনও অজানা। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট-নেপালের রাজনীতি এখন পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। আর সেই পরিবর্তনের গল্পে বলেন্দ্র শাহের নাম ক্রমশ আরও বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে। সময়ই বলে দেবে, এই স্বতন্ত্র নেতৃত্ব কি সত্যিই হিমালয়ের দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখতে পারবে, নাকি তা কেবল এক ক্ষণস্থায়ী আলোড়ন হয়ে থাকবে।

জ্বালানি সঙ্কটের মাঝেও বাজারের উত্থান

ঋতব্রত সেনগুপ্ত

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যখন জ্বালানি প্রশ্নটি কেবল একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শিল্পোন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বজুড়ে নানা সংঘাত, সরবরাহ ব্যবস্থার টানাপোড়েন এবং বাজারের অনিশ্চয়তা জ্বালানির ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করেছিলেন যে জ্বালানি সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্র চাপে পড়বে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই সেই অনুমানের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। বিশেষ করে ভারতের জ্বালানি পরিশোধন শিল্পের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, সংকটের আবহ থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির শেয়ারের মূল্য বরং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনাটি অনেক অর্থনৈতিক বিশ্লেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ সাধারণভাবে মনে করা হয়, জ্বালানি সঙ্কট মানেই শিল্পক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাজার এক ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ, যার মধ্যে অন্যতম হল দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা এবং সেই চাহিদা পূরণে পরিশোধন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভারতের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে জ্বালানির চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে জ্বালানির ব্যবহার অপরিহার্য। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামা থাকলেও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা জ্বালানি শিল্পকে একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করে। বিনিয়োগকারীরা এই বাস্তবতা খুব ভালো করেই বোঝেন, তাই দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে তারা এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী হন। জ্বালানি পরিশোধন শিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর কৌশলগত গুরুত্ব। কাঁচা তেল সরাসরি ব্যবহার করা যায় না তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর করতে হয়। এই কাজটিই করে পরিশোধন শিল্প। ফলে এই শিল্প শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তার ফলে অনেক দেশ নিজেদের জ্বালানি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। ভারতও সেই পথেই এগোচ্ছে। নতুন পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন-এই সব পদক্ষেপ দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য নেওয়া হচ্ছে। এই সব উদ্যোগের ফলেই বাজারে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। শেয়ার বাজার মূলত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারীরা শুধু বর্তমান পরিস্থিতি নয়, বরং আগামী দিনের সম্ভাবনাকেও বিবেচনা করেন। ভারতের জ্বালানি পরিশোধন শিল্পের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা অনেকেই উজ্জ্বল বলে মনে করছেন। দেশের অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিল্পায়ন বাড়ছে এবং পরিবহন ব্যবস্থাও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রেই জ্বালানির ব্যবহার অপরিহার্য। ফলে এই শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা নিয়ে সন্দেহের খুব বেশি অবকাশ নেই। তবে জ্বালানি সঙ্কটের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করা যায় না। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা তেলের দাম অনেক সময় অস্থির থাকে। ভূরাজনৈতিক সংঘাত, সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাঘাত এবং বাজারের জল্পনা-এই সব কারণেই দাম ওঠানামা করে। এই পরিস্থিতিতে পরিশোধন শিল্পকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। ভারতের সংস্থাগুলি এই ক্ষেত্রে অনেকটাই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তারা কাঁচা তেলের উৎস বৈচিত্র্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে, যাতে কোনও একটি অঞ্চলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা না থাকে। একই সঙ্গে তারা প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এই পদক্ষেপগুলি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াচ্ছে। অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাজারের মনস্তত্ত্ব। অনেক সময় বাজার এমন কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায় যা প্রথম দৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সেই প্রতিক্রিয়ার পেছনে যুক্তি রয়েছে। ভারতের জ্বালানি পরিশোধন সংস্থাগুলির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি সেই ধরনের একটি ঘটনা। বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারছেন যে বিশ্বে জ্বালানি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও আগামী কয়েক দশক ধরে তেলের গুরুত্ব পুরোপুরি কমে যাবে না। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়লেও প্রচলিত জ্বালানির চাহিদা একেবারে হঠাৎ করে বিলীন হয়ে যাবে না। ফলে এই শিল্প এখনও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবেই থাকবে।

পূর্ব রেল স্কাউটসের জয়জয়কারঃ শৃঙ্খলা ও উদ্দীপনার এক অনন্য বিজয়গাথা

কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ যেখানে বিউগলের সুর আর তরুণদের দৃঢ় সংকল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, সেই সবুজ প্রাঙ্গণে গত তিন মাসে পূর্ব রেল ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস (ERBSG) এক অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস রচনা করেছে। ছত্রিশগড়ের ধুলোমাখা পথ থেকে শুরু করে হরিয়ানার প্রতিযোগিতার ময়দান-সর্বত্রই ERBSG কেবল অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়,

বরং বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের ঝুলিতে আসা জাতীয় স্তরের অসংখ্য সম্মাননা নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় সংহতির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকেই তুলে ধরে। সাফল্যের এই যাত্রা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায় ২৩তম অল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে জাম্বোরেতে, যা গত ১৭ থেকে ২১ জানুয়ারি লিলুয়ায় ERBSG ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়েছিল। ১৫ টি জোনাল রেলওয়ে স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের স্কাউটিং দক্ষতার এক মহতী প্রদর্শনীতে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ রেলওয়েকে পিছনে ফেলে পূর্ব রেল সামগ্রিকভাবে বিজয়ী ঘোষিত হয়। চিফ ন্যাশনাল কমিশনার উত্তর কে. কে. খান্ডেলওয়ালের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে ওঠে, যেখানে ২য় রাষ্ট্রপতি গিল্ড গ্যাদারিং-এ ৩৬৫ জন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তকে সম্মানিত করা হয়। এই জাম্বোরেতে একদিকে যেমন প্রথাগত পাইওনিয়ারিং ও আগুনহীন রান্নার প্রদর্শনী ছিল, তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্স হাবের মতো আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়াও ছিল। এর আগে মরসুমের শুরুতে, কাঁচরাপাড়ার অফিসার্স কলোনি স্কাউট ট্রুপ মর্যাদাপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী শিল্ড (২০২৪-২৫) জয় করে এবং লক্ষ্মী মজুমদার অ্যাওয়ার্ডে প্রথম স্থান অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্বের এক স্বর্ণালী মানদণ্ড স্থাপন করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে, পূর্ব রেল স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ইউনিটের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। ছত্রিশগড়ে অনুষ্ঠিত ১ম ন্যাশনাল রোভার রেঞ্জার জাম্বোরেতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চেতনা আরও সুদৃঢ় হয়, যেখানে ১৫,০০০ বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পূর্ব রেলের ১৪১ জন সদস্যের একটি দল প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই সাফল্যের ধারা বজায় ছিল কর্ণাটকের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্পেও (National Integration Camp), যেখানে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দলটি ২য় রানার্স-আপ ট্রফি জয় করে। আন্দোলনের কনিষ্ঠতম সদস্য, অর্থাৎ 'কাব' ও 'বুলবুল'রাও উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করেছে। গত ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার গনপুরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের 'কাব-বুলবুল উৎসব'-এ পূর্ব রেল দলগত নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই দলের ৪৯ জন কাব এবং ৩০ জন বুলবুলকে তাদের বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মান 'গোল্ডেন অ্যারো অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। লিলুয়ার কুচকাওয়াজের নিখুঁত শৃঙ্খলা হোক বা হরিয়ানার প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী-গত তিন মাস পূর্ব রেল স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের অক্ষয় উত্তরাধিকারের সাক্ষী হয়ে রইল। অর্জনের এই মরসুম শেষে পূর্ব রেল আজ সগৌরবে দণ্ডায়মান, যার সাফল্যের পালক আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

নেপালে সাধারণ নির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ ভারত-নেপাল সীমান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সাধারণ নির্বাচন। এদিন সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ পর্ব এবং প্রথম থেকেই কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণ ভোটদান প্রক্রিয়া। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় নির্বিঘ্নে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেপালজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকলেও ভোটের দিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সতর্কতা ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর নেপালে ব্যাপক গণবিক্ষোভের জেরে পতন ঘটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি-র নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সরকারের। সেই সময় মূলত তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে শুরু হওয়া প্রতিবাদ ধীরে ধীরে বড় গণআন্দোলনের রূপ নেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জনরোষের জেরে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন কেপি শর্মা ওলি। সেই ঘটনার পর থেকেই নেপালের রাজনীতিতে অস্থিরতা তৈরি হয় এবং স্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতেই নতুন সরকার গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে এই সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে নেপাল সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভোটকেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করা হয়েছে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদিকে নেপালের নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন চলাকালীন অবাধ যাতায়াতের কারণে যাতে কোনও ধরনের নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি না হয়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সীমান্ত বন্ধ থাকার ফলে দুই দেশের সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে সীমান্ত দিয়ে যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলত, তাও বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে যাতে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনও সমস্যা না হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নেপাল থেকে প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে আসেন। সীমান্ত বন্ধ থাকলেও তাদের চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রাখতে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ মার্চ সকাল থেকে পুনরায় সাধারণ মানুষের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে। পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার অর্থনীতি মূলত নেপালের নাগরিকদের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রতিদিন বহু নেপালি নাগরিক কেনাকাটা বা বিভিন্ন কাজে শিলিগুড়িতে আসেন। ফলে সীমান্ত বন্ধ থাকায় স্থানীয় এলাকার ব্যবসায়ীরা কিছুটা উদ্বেগে রয়েছেন। পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, নেপালে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সীমান্ত বাণিজ্যের উপর। তাঁর মতে, নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে সীমান্তবর্তী এলাকার ব্যবসা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আটঘরিয়া কোল্ড স্টোরেজের কাছে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল ২ জনের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৫ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। মৃতদের নাম কিরণ মাঝি (১৯) এবং দয়াময় দাস (৫৮)। ঘটনায় আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত দয়াময় দাসের বাড়ি কালনা থানার নাগরগাছি এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি সাইকেল নিয়ে বুলবুলিতলার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আটঘরিয়া কোল্ড স্টোরেজের কাছে একটি বাইকে থাকা তিনজন আরোহী দ্রুতগতিতে এসে তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে সাইকেল আরোহী দয়াময় দাস রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর জখম হন। একই সঙ্গে নিযন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় বাইক চালক কিরণ মাঝি, যার বাড়ি কালনা থানার অন্তর্গত সারঘড়িয়া এলাকায়, ঘটনাস্থলেই গুরুতরভাবে আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় সাইকেল আরোহী দয়াময় দাসকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। বাইকে থাকা বাকি দুই আরোহীও দুর্ঘটনায় আহত হন। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও সাইকেলটি উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে দুই মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ২ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ মার্চ ঃ অস্ত্র উদ্ধারে আরও একবার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। একই দিনে দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল প্রথমে রতনপুর স্টেশন মোড় এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে নবিরুল শেখ (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার জিকরঘাটি এলাকায়। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ একটি দেশি পাইপগান ও দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ওই একই দিনে পুলিশ সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুসরিপাড়া কলোনী এলাকায় হানা দেয়। সেখানে দুটি দেশী পাইপগান ও তিনটি তাজা কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম ওমর হালদার (৪০)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সে ধুসরিপাড়া কলোনি এলাকারই বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নবিরুল শেখ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাচারের উদ্দেশ্যে ঝাড়খন্ড থেকে সামশেরগঞ্জ এসেছিল। তবে তাঁর কাকে এই আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার কথা ছিল তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। অন্যদিকে, ওমর হালদার গরু পাচার চক্রের সাথে জড়িত বলে অভিযোগ। সেই কারণে তাঁর বাড়িতে সে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ মজুত করে রেখেছিল। তবে এই অস্ত্রগুলি তারা কোথা থেকে পেয়েছিল তা এখনও জানা যায়নি। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃত দুই ব্যক্তিকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মিজোরামে রেল সংযোগ ব্যবস্থার ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রথমবার এফসিআই ফুড গ্রেন কার্গো ট্রেন সাইরাং পৌঁছেছে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবাতে ধারাবাহিক পূর্ণ যাত্রী অক্যুপান্সি প্রথম ভারত গৌরব ট্রেনের ফলে পর্যটক বৃদ্ধি।

কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথের চাকা ঘুরলো

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ মার্চ ঃ গতকাল পরিবর্তন যাত্রা রথের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল কোচবিহার ২ ব্লকে। অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার হামলায় ভেঙে যাওয়া সেই গাড়ি নিয়েই রওনা হল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ। কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভার রাসমেলা ময়দান থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথের উদ্বোধনে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনুস টিজ্ঞা ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি নিশীথ প্রামাণিক সহ কোচবিহারের বিজেপি বিধায়কগণ এবং নেতৃত্বরা। সুসজ্জিত প্রায় বেশ কয়েকটি গাড়ি নিয়ে এই রথ রওনা দেয. উত্তর বিধানসভার উদ্দেশ্যে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের উত্তর বিধানসভা মাথাভাঙ্গা এবং শীতলকুচি বিধানসভায় পরিক্রমের পর পুনরায় এই রথ ফিরে আসবে কোচবিহারে। শুক্রবার অন্যান্য বিধানসভা গুলির উদ্দেশ্যে আবার রওনা দেবে। ১ মার্চ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন কোচবিহারে এই পরিবর্তন যাত্রা রথের পথ চলার সূচনা করেছিলেন। যদিও দোল উৎসবের কারণে দুদিন পর বৃহস্পতিবার থেকে এই রথের পথ চলা শুরু হলো। অপরদিকে বৃহস্পতিবার খাগড়াবাড়িতে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ। তাই খাগড়াবাড়ি মোড় হয়ে বিজেপির এই রথ যাওয়ার সময় মোতায়েন ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী। বিরোধীদের যেকোনো অনুষ্ঠানে অথবা যাত্রায় এর আগে কবে শেষ এত বিপুল পরিমাণ পুলিশ দেখা গিয়েছিল তা হয়তো সকলেরই অজানা। অন্যদিকে পুন্ডিবাড়ীতেও ছিল কড়া নিরাপত্তার বলয়। সাময়িকভাবে খাগড়াবাড়ি এবং পুন্ডিবাড়িতে উত্তেজনা থাকলেও বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকার কারণে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এরপর রথ ঘোষ ঘোকষাডাঙা এবং মাথাভাঙ্গায় হয়ে শীতলকুচির কাওরডাঙ্গা নগেনের মাঠে জনসভা হয়। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ইনফরমেশন এবং টেকনোলজি ও কমার্সের প্রতিমন্ত্রী জিতীন প্রসাদ। তবে বৃহস্পতিবার শীতলকুচির এই জনসভায় কিন্তু কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত।

আত্মঘাতী পড়ুয়া

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পাড়াতল এলাকায় এক কলেজ পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত তরুণের নাম অর্ঘ্য চ্যাটার্জী (১৯)। বৃহস্পতিবার তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে, যা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চিরকুটে ব্যক্তিগত মানসিক কষ্টের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জামালপুর থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের দাবি, অর্ঘ্যের শৈশব কেটেছে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। প্রায় ১৬ বছর আগে তার মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মামলা দায়ের হয়, যা বর্তমানে বর্ধমান আদালত-এ বিচারাধীন। এরপর আদালতের অনুমতি নিয়ে অর্ঘ্যকে তাঁর মামার বাড়িতে এনে লালন-পালন করা হয়। মামার বাড়িতেই বড় হয়ে ওঠা অর্ঘ্য বর্তমানে কলেজে পড়াশোনা করছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি নিয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ পাঠিয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন।

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical installation & allied works at the space beside dispatch section of Sundarban Development Board at 1st Floor of Mayukh Bhawan". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-174/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1018241_1.** Document Download Closing Date: **13.03.2026 up to 11:00 Hrs.** Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.d from **etender.wb.nic.in.**

SD/-Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No –16/APAS/2025-26. Date-05.03.2026. Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 3 (three) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is 13th March, 2026 at 18:55 hrs & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following: Tender ID(s): **2026_PWD_1018229_1, 2026_PWD_1018229_3 and 2026_PWD_1018229_3**
NIET No.: WBPWD/EE/HCD/NITe-46 of 2025-2026
Bid submission start date (online): **06.03.2026 from 11:00 AM** Bid submission closing date (online): **12.03.2026 up to 2:00 PM** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এমএআইএনটি-এফআরইইআরটিএইচ-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে আরডিএসও স্কিম অনুযায়ী সকল এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসি ইন্সটলেশনে মেন্টেনেন্স ফ্রি আর্থের ব্যবস্থা করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৮১,০৪,৯৪৩.৫০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৯০,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৬। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০২.২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫.২৫ মিনিটে।

(HWH-663/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Emergent Servicing and Repairing of 33KV Sub-Station HT Gear Terminal of WBSEDCL part along with ancilliary work of 33KV HT VCB Switch Gear of Consumer end at Aliah University Campus, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700160". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-175/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1018265_1.** Document Download Closing Date: **23.03.2026 up to 11:00 Hrs.** Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. **NIeT No-37/SGP/25-26 Memo no-161/SGP, Date: 05.03.2026.** 2. Date of issue tender paper(online)- **05.03.2026 from 18.00 Hours.** 3. Last date of Dropping tender paper(online): **12.03.2026 up to 18.00 Hours.** 4. Date of Technical Bid opening (online)- **14.03.2026 up to 18.00 Hours.**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড **IREL (India) Limited**
পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭ ওয়েবসাইটঃ www.irel.co.in
An ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018 Company

Ref: ADVT.No. 25-26/17 — **টেন্ডার নোটিশ** — তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৬

আইআরইএল, ওএসসিওএম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি / কাজের বিবরণের জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছে।

বিড নং.	কাজ / বিষয়গুলির বিবরণ
GEM/2026/B/7258057	আইআরইএল, ওএসসিওএম-এ লোডার এবং এক্সক্যাভেটরদের অংশগ্রহণ
GEM/2026/B/7229529	অপারেটর এবং জ্বালানি সহ তিনটি ডোজারের নিযুক্তি।
GEM/2026/B/7315010	আরইইপি-তে উৎপাদন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য চাকরির চুক্তিপত্র

দরদাতারা http://irel.co.in, http://qem.gov.in অথবা https://eprocure.qov.in/eprocure/app থেকে দরপত্রের নথি ডাউনলোড করতে পারবেন। উপরোক্ত দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী / সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতেই হোস্ট করা হবে।

স্বা/-
জিএম অ্যান্ড হেড, ওএসসিওএম

cbc48146/12/0017/2526

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে এবং পক্ষে ২৭.০৩.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায় খোলা হবে এরূপ ওপেন টেন্ডারের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের যে কোনও প্রাপ্ত ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। **কাজের নাম ঃ** নর্থ সাউথ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ভিওআইপি ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (টিসিসিএস) স্থাপন। **টেন্ডারের মূল্যঃ** ₹ ১,৩৪,২৬,৪০০.৪১, **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,১৭,১০০, **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। টেন্ডারটি ওয়েবসাইটঃ **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যেতে পারে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধভুক্ত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধভুক্ত টেন্ডারদাতা/বিডাররা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_৩৭-২০২৫-রিটেন্ডার

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for : Erection of Temporary Kitchen Shed and Dining Shed to be installed with allied works on Hire basis at different venues under the jurisdiction of this division in connection with West Bengal Assembly Election-2026.
Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 09/2025-26
Last Date and time limit of the application : 06.03.2026from 1.00 p.m. Last Date and time limit for issue of quotation paper : 06.03.2026from 2.00 p.m. Last Date and time limit for submission of quotation paper : 06.03.2026 up to 3.00 p.m. Date and time of opening of quotation : 06.03.2026 at 4.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. **Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১২:০০ টায়; **ক্রম নং; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য এবং ইএমডি** যথাক্রমে: **(১); এসটি-ওটি-ইন্টারলকিং-০২-এলসি তারিখ-০২.০৩.২০২৬;** এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং: খড়গপুর ডিভিশনের হাওড়া- আমতা সেকশনে এইচএ-৪ এবং এইচএ-৭; ₹ ২,১০,৮৭,২৩৮.৮২; ₹ ২,৫৫,৪০০.০০; **(২); এসটি-ওটি-টিএলবিআই-এসএলবিপি-কেজিপি_২৫_২৬ তারিখ - ০২.০৩.২০২৬;** খড়গপুর বিভাগে এসএলবিপি দ্বারা টিএলবিআই-এর প্রতিস্থাপন; ₹ ২,৫০,২৮,২৫৮.০০; ₹ ২,৭৫,২০০.০০; **টেন্ডারের মূল্য:** শূন্য (ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ২৭/০৩/২০২৬ (ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য); **সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ মাস (ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ২৭/০৩/২০২৬ তারিখে ১২ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৫/০৩/২০২৬ তারিখে ১২ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ২ এর জন্য)। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। (PR-1264)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-কেবল- এএসটিই-বিডিসি-২৬, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফারজমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে এএসটিই-ব্যান্ডেল-এর অধিক্ষেত্রাধীনে বয়স তথা অবস্থার ভিত্তিতে সিগন্যালিং কেবলের প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৯০,৬৮,০০৪.৩৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৯৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫.৪২ মিনিটে।

(HWH-669/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly. (Phase-II).."
NIQ No.- WBPWD/EF/HED/SHORT/NIQ-31 of 2025-26
Bid submission closing date: **07/03/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING SHORT NIQ No. 09 OF 2025-2026
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Erection of 01(One) no. temporary kitchen Shed cum 01(One) no. Dining Hall for the uses of CAPF to be installed at Akuni B.G. Biharilal Institution under Chanditala P.S. of Hooghly Rural Police for upcoming West Bengal Legislative Assembly Election 2026 under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025 – 26.
Bid submission start date: 06.03.2026
Bid Submission Closing Date: 09.03.2026
Details may be downloaded from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in**
Corrigendum, if any will be published in website only

Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites an Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of :-
1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at **Udaypur High School under Para PS** in the District of Purulia."
2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at **Simla Majura High School under Kashipur PS** in the District of Purulia."
NIQ No. 42 of 2025-2026
The quotations will be received **upto 02:00pm on 06-03- 2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/65/EE-II/25-26 **Dated: 27-02-2026**

APAS স্কিমের অধীনে হাওড়া পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও লেন উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক)। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ https://wbtenders.gov.in থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত (দরপত্র আইডিঃ 2026_MAD_1016483)। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩১৯(২) / ২৫-২৬
৫।৩।২০২৬

নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক)
হাওড়া পৌরনিগম

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

NIT No. : 18 **Dated: 05.03.2026.**

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Bituminous Road and Cement Concrete Road restoration for laying of clear water busline at Zone-I, III & IV within Ramjibonpur Municipal area under AMRUT 2.0 (Phase-1) through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. **Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-18/2025-26, Tender ID : 2026_MAD_1018080_1.** Last date & time for submission of bid through online is **27.03.2026. at 06.00 P.M.** The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.

s/d-Chairman, Ramjibonpur Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (S.S. Unit), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/24/25-26/M-55/238 (1st Call)
Name of the work: **Mending & maintenance for damaged portions of R/Main & S/Main filtered water pipe lines with allied works near 6/3, & 237, Biren Roy Road (West) crossing of Ho-Chi-Minh Sarani & Bata Colony etc. in Ward No.-128 (BR-XIV).** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 2,83,595.10.** Earnest money: **₹ 5,672.00.** Period of completion: **18 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/22/25-26/M-48/236 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of damaged portions of 450 mm dia. R/Main pipe lines on Ho-Chi-Minh Sarani near (1) Benu Vila (2) Swaranika Housing Society (Gate No. II) (3) Shakuntala Park D.P.S. etc. in Ward No.-128 (BR-XIV).** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 2,82,911.08.** Earnest money: **₹ 5,660.00.** Period of completion: **18 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/19/25-26/R9/240 (1st Call)
Name of the work: **Replacement of 100 mm dia. P.V.C. pipeline by laying of 100 mm dia. D.I. pipe near 163, 164F Naskar Para Road in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 1,97,708.66.** Earnest money: **₹ 3,955.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/20/25-26/R2/241 (1st Call)
Name of the work: **Laying 150 mm dia. D.I. pipe at M.G. Road Bye Lane near H/Nos. 90, 67, 60, 27, Charulata Apartment, 114 Judge Bagan etc. in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 4,20,266.66.** Earnest money: **₹ 8,410.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/29/25-26/MSH-34/239 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and maintenance of damaged portion of water main to prevent contamination, entire P.B. Road, Vasa Para with fittings of sluice valve, tee bend and related works in Ward No.-121, BR-XIV.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 3,66,672.04.** Earnest money: **₹ 7,335.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **16.03.2026 (Up to 2 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **18.03.2026 (At 2 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **02.03.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W68/T-19/2025-26
Name of the work: **Supply and laying of 100 mm dia. DI main for supply of boring water in 1 No. Kankulia Uttaran Areas in Ward No.-68.** Estimated amount: **₹ 3,56,738.00.** Earnest money: **₹ 7,135.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W68/T-20/2025-26
Name of the work: **Supply and laying of 100 mm dia. DI main for supply of boring water in Kankulia Uttaran Areas from Premises No. 31A, Mani Mukherjee Road to B/38/H/15, Kankulia Road in Ward No.-68.** Estimated amount: **₹ 3,82,864.00.** Earnest money: **₹ 7,660.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **14.03.2026 - 1 P.M./16.03.2026 -1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1) and https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2).**

The Executive Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/X/92/MNT/01/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Kabi Sunirmal Basu Uddyan, Vivekananda Uddyan and Tanu Pukur Sishu Uddyan (horticulture related works) in Ward No.-92, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,00,233.08.** Earnest money: **₹ 4,050.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/X/96/06/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation of Arabinda Park and Bapuji Nagar Krirangan in Ward No.-96, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,07,497.39.** Earnest money: **₹ 4,200.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.03.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening tender: **16.03.2026 (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **06.03.2026 (10 A.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/899 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at different places of Das Para Road, Nayabad Main Road, etc. under BR-XII.** Estimate amount (Including GST & CESS): **₹ 4,96,692.56.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/900 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at different places of P.A.S. Connector, Santoshpur Avenue, etc. under BR-XII.** Estimate amount (Including GST & CESS): **₹ 4,97,960.60.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid(s): **18.03.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **06.03.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

NIT No. : KMC/DCE_PS/X/81/AM1/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of road side garden at Bankim Mukherjee Sarani and Pramatha Chowdhury Sarani and Sidheeswar Mukhopadhyay Park (horticulture related works) in Ward No.-81, BR-X.** Estimated cost: **₹ 4,94,750.69.** Earnest money: **₹ 9,900.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **13.03.2026 - 1 P.M.** Date of opening tender: **16.03.2026.** The bid forms and other details shall be available on and from **06.03.2026 (10 A.M.) from the website: https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (Central), KMC invites online percentage rate e-tender under two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/16/25-26
Name of the work: **Improvement of filtered water supply at Old China Bazar Street by providing 100 mm dia. pick up line from Brabourn Road in Ward No.-45.** Estimated cost: **₹ 2,28,167.00.** Earnest money: **₹ 4,600.00.** Time of completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **19.03.2026 at 5 P.M.** Date and time of opening of tender: **23.03.2026 at 5 P.M.** The bid forms and other details shall be available on the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (E), Water Supply (MGPS & WPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/TKG/10/2025-26 (1st Call)
Name of the work: **Dismantling, fault identification and assembling of vertical WILO make VMF 19 C pump (2 stage), 740M3/HR, 27M, 740 RPM pump unit no. 6 at Tuktaghat Raw Water Intake Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 2,53,005.00.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time for submission of bid (online): **18.03.2026 up to 1 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

(2361/25-26)

অফবিট

হিল স্টেশনগুলির চরিত্র ধরে রাখে তার 'ম্যাল রোড', পাহাড়ি শহরগুলির জন্মকথা জানেন কি?

পি. ঘোষ

ভারতের যে কোনও পাহাড়ি শহরের বুকে আলো করে থাকে ঝলমলে ব্যস্ত, প্রাণবন্ত এক 'ম্যাল রোড'। সন্ধে নামলেই যেখানে পর্যটকদের ভিড়, ক্যাফে-দোকানের কোলাহল, আর এক অদ্ভুত মায়াজড়ানো আবহ- যেন গোটা শহরটাই এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। কিন্তু কখনও ভেবেছেন, দেশের প্রায় সব হিল স্টেশনেই কেন এই 'ম্যাল রোড' থাকে? কেনই বা এত মিল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে ইতিহাস তো বটেই, রয়েছে ভৌগোলিক কিছু কারণ এবং অবশ্যই এক পুরনো ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারেই। 'ম্যাল রোড'-কে বুঝতে গেলে আসলে বুঝতে হবে ভারতের পাহাড়ি শহরগুলির জন্মকথা।

• ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকার

ভারতের অধিকাংশ হিল স্টেশন গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলে। সমতলের তীব্র গরম থেকে বাঁচতেই ব্রিটিশরা পাহাড়ে তৈরি করেছিল তাদের 'গ্রীষ্মকালীন রাজধানী' বা অবকাশযাপনের শহর। যেমন শিমলা, মুসৌরি, নৈনিতাল, দার্জিলিং বা উটি। এই শহরগুলিকে তৈরি করা হয়েছিল ছোট ইংরেজ বসতির আদলে, যেখানে হাঁটার উপযোগী রাস্তা, খোলা প্রমেনেড এবং কেন্দ্রীয় মিলনস্থলের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। এখানে 'ম্যাল' শব্দটির অর্থ কিন্তু আজকের শপিং মল নয়। বরং 'ম্যাল' মানে ছিল খোলা জনপথ বা হাঁটার রাস্তা। এই ম্যাল রোড ছিল মূলত সেই জায়গা, যেখানে ব্রিটিশ অফিসার ও তাঁদের পরিবার হাঁটতেন, আড্ডা দিতেন, এবং নিজেদের সামাজিক জীবন বজায় রাখতেন। এমনকি একসময় স্থানীয় ভারতীয়দের জন্য এই জায়গায় প্রবেশও সীমিত ছিল, যা এটিকে একপ্রকার ঔপনিবেশিক ক্ষমতার প্রতীক করে তুলেছিল।

• আড্ডা, সম্পর্ক আর শহরের প্রাণকেন্দ্র

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রমেনেডগুলিই হয়ে ওঠে পাহাড়ি শহরের কেন্দ্রবিন্দু। ম্যাল রোড এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে মানুষ আরাম করে হাঁটতে পারে, আবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিও এর আশেপাশেই থাকে। চার্চ, ক্লাব, লাইব্রেরি, সরকারি দফতর - সব কিছুই গড়ে উঠেছিল এই ম্যাল রোডকে ঘিরে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এটি হয়ে ওঠে সামাজিক জীবনযাপনের কেন্দ্র। স্বাধীনতার পরেও এই কাঠামো বদলায়নি, বরং ম্যাল রোডই থেকে গেছে শহরের 'হার্টবিট' হিসেবে।

• ভূগোলও বড় কারণ

পাহাড়ি শহরের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাও ম্যাল রোড তৈরির পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। পাহাড়ে সমতল জমি খুবই কম। তাই তুলনামূলক সমান জায়গায় একটি কেন্দ্রীয় রাস্তা তৈরি করা পরিকল্পনার দিক থেকে অনেক সহজ ছিল। ফলে খাড়া ঢালে দোকান ছড়িয়ে দেওয়ার বদলে এক জায়গায় গড়ে ওঠে বাজার। পথচারীদের চলাচল যেমন সহজ হয়ে ওঠে, তেমনই স্থানীয় ব্যবসাও সুবিধা পায়। আজও ম্যাল রোডই পাহাড়ি শহরের সেই বিরল সমতল জায়গা, যেখানে উৎসব, শোভাযাত্রা, স্ট্রিট পারফরম্যান্স - সব কিছু আয়োজন করা যায়।

• পর্যটনের হাত ধরে আইকন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পর্যটনের বাড়বাড়ন্তে ম্যাল রোডের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এখন পর্যটকদের কাছে ম্যাল রোড মানেই প্রাণবন্ত, ছবির মতো সুন্দর আর স্থানীয় সংস্কৃতিতে ভরপুর এক জায়গা। প্রত্যেকটি পাহাড়ি শহরেরই নিজস্ব আলাদা চরিত্র আছে, অথচ কোথাও না কোথাও সেই পুরনো ঔপনিবেশিক ছাপ এখনও রয়ে গেছে। অনেক পর্যটকের কাছেই পাহাড় ভ্রমণ মানেই ম্যাল রোডে নির্ভার হাঁটা, এক কাপ গরম চা, আর ছোট ছোট দোকান থেকে কেনাকাটা।

• অতীত আর বর্তমানের মেলবন্ধন

আজকের দিনে ম্যাল রোড যেন এক জীবন্ত জাদুঘর। একদিকে পুরনো ব্রিটিশ স্থাপত্য, চার্চ, ভিউপয়েন্ট- অন্যদিকে আধুনিক ক্যাফে, বুটিক, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর কাউন্টার আর স্ট্রিট ফুডের দোকান। এই রাস্তাগুলি একসঙ্গে বহন করে ইতিহাস আর বর্তমানের ছাপ। সময়ের সঙ্গে বদলালেও তাদের মূল সত্তা কিন্তু একই রয়ে গেছে। একটা ম্যাল রোড শুধু রাস্তা নয়, এটি এক ইতিহাস, এক জীবনযাত্রার প্রতিফলন। কেন প্রতিটি হিল স্টেশনে ম্যাল রোড থাকে, তার উত্তরও সেখানেই - এই ধারণা একসময় যেমন সফল ছিল, আজও তেমনই প্রাসঙ্গিক। এই পথ মানুষকে একসঙ্গে আনে, পাহাড়ি জীবনের ছন্দ দেখায়, আর এক জায়গায় ধরে রাখে পাহাড়ের সহজ-সরল জীবনের ছবি।

খামেনেইর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ভারতের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চঃ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর মৃত্যুর ছ'দিনের মাথায় শোকপ্রকাশ করে তেহরানে প্রতি সমবেদনা জানাল ভারত। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ইরানের দূতাবাসে গিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। তিনি ভারতের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানান এবং শোকপত্রে স্বাক্ষর করেন। গত শনিবার থেকে ইরানের উপর হামলা শুরু করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী। সেই হামলাতেই নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। রবিবার সকালে তেহরান সরকার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। এরপর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা দ্রুত বাড়তে থাকে। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরান একাধিক দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে খবর। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহরিন, সৌদি আরব ও কুয়েত-সহ কয়েকটি দেশে ইরানের ড্রোন হামলার ঘটনাও সামনে এসেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে এবং সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যেই একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন তিনি। শুরু থেকেই ভারত সংঘাত এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে সওয়াল করে আসছে।

কাতারে থাকা নাগরিকদের পাশে ভারত!

জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু দূতাবাসের

সংবাদ সংস্থা, দোহা, ৫ মার্চঃ কাতারে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে দোহায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। বুধবার কাতার সরকার যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে, তার পরেই এই পরামর্শ দেওয়া হয়। কাতার সরকার জানিয়েছে, রাজধানী দোহায় মার্কিন দূতাবাসের আশপাশের এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এটি একটি সাময়িক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর পরপরই দোহায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস একটি অ্যাডভাইজারি জারি করে। সেখানে কাতারে থাকা ভারতীয়দের স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বাইরে বেরোনো এড়িয়ে ঘরের ভিতরে থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের জেরে যে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব কাতারেও পড়েছে। সেই কারণেই সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তার জন্য দূতাবাসের তরফে অতিরিক্ত হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। বর্তমানে চালু থাকা দুটি নম্বর হলো- +৯৭৪ ৫৫৬৪৭৫০২ এবং +৯৭৪ ৫৫৫৩৬২৫০৮। আজ থেকেই এই নম্বরগুলি কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দূতাবাস সূত্রে জানানো হয়েছে, কাতারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা সেখানকার সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে কাতারের হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

হরমুজ অবরুদ্ধ! আটকে ৩৭ ভারতীয় জাহাজ, কী করবে কেন্দ্র?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে তীব্র যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর। হরমুজ প্রণালী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আটকে পড়েছে ৩৭টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ এবং ১,১০৯ জন নাবিক। এই ঘটনায় নাবিকদের নিরাপত্তা এবং দেশের বাণিজ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই জাহাজগুলি বর্তমানে পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরে অবস্থান করছে। এর মধ্যে বেশ কিছু জাহাজ কার্গো বা পণ্য তোলার অপেক্ষায় রয়েছে এবং কিছু জাহাজ ইতিমধ্যেই পণ্য বোঝাই অবস্থায় রয়েছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'। এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ''আমরা জানতে পেরেছি যে দেশের প্রয়োজনে পরিষেবা দিতে গিয়ে প্রায় ৩৭টি ভারতীয় জাহাজ ওই অঞ্চলে আটকে রয়েছে। এই জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালীর দুই দিকেই অবস্থান করছে এবং এতে ভারতীয় নাবিকরা রয়েছেন। ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, হরমুজ প্রণালী দিয়ে এই জাহাজগুলি যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে, তার দ্রুত ব্যবস্থা করা হোক।'' সংগঠনের তরফে ভারতীয় নাবিকদের জীবন, দেশের সম্পদ এবং সাপ্লাই চেইন (সরবরাহ শৃঙ্খল) রক্ষার স্বার্থে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত ২রা মার্চ, ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস হরমুজ প্রণালী দিয়ে সামুদ্রিক যান চলাচল কার্যত বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তারা স্পষ্ট হুমকি দিয়েছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জলপথ বা চোকপয়েন্ট দিয়ে কোনো জাহাজ যাওয়ার চেষ্টা করলে তার ওপর হামলা চালানো হবে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাতের কারণে ইতিমধ্যেই এই রুট দিয়ে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। 'মানি কন্ট্রোল'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পেলে ভারতের অর্থনীতি বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে। ভারতের মোট আমদানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) সরাসরি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অপরিশোধিত তেল, খাদ্যসামগ্রী এবং রাসায়নিক দ্রব্য। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৪৬ শতাংশই এই হরমুজ প্রণালী হয়ে আসে। ফলে এই পথ বন্ধ হলে দেশে তেলের দাম আকাশছোঁয়া হতে পারে। জ্বালানি ছাড়াও সোনা-রুপো (বুলিয়ন), শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং কিছু কৃষিজাত পণ্যের আমদানি ব্যাহত হতে পারে। জাহাজের বিমা ও পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পেলে তা সামগ্রিকভাবে দেশের মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় সরকার ঠিক কী কী পদক্ষেপ নেবে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে মেরিটাইম কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ওই অঞ্চলে এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় নাবিকের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তুলেছে।

নাম পরিবর্তন

আমি BARUN POREL, পিতা KASHINATH POREL, গ্রাম+পোঃ- জামালপুর, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান। আমার কন্যা RIMPA POREL এর জন্ম সার্টিফিকেট আমার নাম SANATAN POREL এবং আমার স্ত্রীর নাম CHANPA POREL এর পরিবর্তে CHAMPA POREL হয়ে আছে। গত ২৭.০২.২০২৬ তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান কোর্টের এফিডেভিট বলে BARUN POREL ও SANATAN POREL এবং CHANPA POREL ও CHAMPA POREL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sadiqul Islam (Old Name) S/O–Jhaiton Sk residing at Vill-Baburbona , PO-Golapganj , PS-Kaliachak , Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Sadiqul Islam to Sadikul Islam and henceforth I shall be known as Sadikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/03/2026. My name Sadikul Islam & Sadiqul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dinu Seikh (Old Name) S/O–Abdul Rahim resident of Vill-Bagachhra , Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Dinu Seikh to Din Mohammad Seikh and henceforth I shall be known as Din Mohammad Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/03/2026. My name Din Mohammad Seikh & Dinu Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joydeb Pakrey (Old Name) S/o Biswanath Pakre Residing at Vill+P.o - Icchapur Chamundatala Dafarpur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Joydeb Pakre (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Joydeb Pakrey (Old Name) and Joydeb Pakre (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gita Pakrey (Old Name) W/o Joydeb Pakre Residing at Vill+P.o - Icchapur Chamundatala Dafarpur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Gita Pakre (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Gita Pakrey (Old Name) and Gita Pakre (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abul Kalam my father's (Old Name) Hazi Fajar Ali residing at Vill-Salepur , PO-Uttar Dariapur, PS-Kaliachak, Malda, West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my father's name from Hazi Fajar Ali to Mohammed Fujar Shaikh and henceforth my father's name shall be known as Mohammed Fujar Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/03/2026. My father's name Mohammed Fujar Shaikh & Hazi Fajar Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abul Hashan (Old Name) S/O–Shaikh Muslim Ali residing at Vill-Sahabajpur Master para , PO-Sahabajpur , PS-Kaliachak , Malda, West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Abul Hashan to Abul Hasan and henceforth I shall be known as Abul Hasan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/03/2026. My name Abul Hasan & Abul Hashan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Kamaluddin Biswas (Old Name) S/O–Jamiruddin Biswas residing at Vill-Narayanpur , PO-Amiyanarayanpur , PS-Tharanpara , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Md Kamaluddin Biswas to Kamaluddin Biswas and henceforth I shall be known as Kamaluddin Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/03/2026. My name Kamaluddin Biswas & Md Kamaluddin Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samsur Sekh (Old Name) S/O–Khalil Sekh residing at Vill-Pashchim Atpara, PO-Lakshmipur, PS-Purbasthali, Purba Bardhaman , West Bengal 713512 do hereby declared that I have changed my name from Samsur Sekh to Samsur Alam Sekh and henceforth I shall be known as Samsur Alam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/03/2026. My name Samsur Alam Sekh & Samsur Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mamtaja Bibi (Old Name) W/O–Abdul Latif Sk resident of Tatlapara , Sujapur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mamtaja Bibi to Mamtaj Bibi and henceforth I shall be known as Mamtaj Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 04/03/2026. My name Mamtaj Bibi & Mamtaja Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jasim Ali Mandal (Old Name) S/O–Late Safiuddin Mondal resident of Ulasi , Ulashi , Hanskhali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741502 do hereby declared that I have changed my name from Jasim Ali Mandal to Jasim Ali Mondal and henceforth I shall be known as Jasim Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Jasim Ali Mondal & Jasim Ali Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Pakrey (Old Name) S/o Joydeb Pakre Residing at Vill+P.o - Icchapur Chamundatala, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajesh Pakre (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Rajesh Pakrey (Old Name) and Rajesh Pakre (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shailendra Singh (Old Name) S/o Ram Pukar Singh Residing at 118, S.N Banerjee Road, P.o - Dharmatala, P.s - New Market, District - Kolkata, Pin - 700013, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sailendra Singh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Shailendra Singh (Old Name) and Sailendra Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nuzhat Saba Parvez D/o Late Khalid Ahmed Parvez Residing at 28/C, Elliot Road, P.o - Park Street, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin- 700016, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Khalid Parvez (Old Name) shall henceforth be known as Khalid Ahmed Parvez (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. I declare that my deceased father Khalid Parvez (Old Name) and Khalid Ahmed Parvez (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manisha Berlia (Old Name) W/o Sumeet Agarwal Residing at 509, G.T Road, Howrah South, P.o+P.s - Howrah, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Manisha Agarwal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Manisha Berlia (Old Name) and Manisha Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalita Rajak (Old Name) W/o Late Raghu Rajak Residing at 15/1C, Lokenath Bose Garden Lane, P.o - Gobinda Khatik Road, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Lalita Debi Rajak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Lalita Rajak (Old Name) and Lalita Debi Rajak (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Akhtar Hussain Khan S/o Late Mustafa Kamal Khan Residing at 32 B Taltalla Lane, P.o - Park Street, P.s - Taltala, District - Kolkata, Pin- 700016, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Mohammed Kamal Khan (Old Name) shall henceforth be known as Mustafa Kamal Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. I declare that my deceased father Mohammed Kamal Khan (Old Name) and Mustafa Kamal Khan (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Deba Prosad Mitra (Old Name) S/o Late Sati Ranjan Mitra Residing at James View Apartment, Flat-4A, 10, Sadhanhari Mukherjee Road, P.o+P.s - Behala, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Deb Prasad Mitra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Deba Prosad Mitra (Old Name) and Deb Prasad Mitra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMED AKHTER HUSSAIN KHAN (Old Name) S/o LATE MUSTAFA KAMAL KHAN Residing at 32 B taltala lane, P.O- Park Street, P.S- Taltala, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as MD AKHTAR HUSSAIN KHAN (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. MOHAMMED AKHTER HUSSAIN KHAN (Old Name) and MD AKHTAR HUSSAIN KHAN (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Narayan Todi (Old Name) S/o Chiranji Lal Todi Residing at Flat No - 4C, 4th Floor, 339, Canal Street, Shreebhumi, P.s - Lake Town, District - North 24 parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Prasad Todi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Narayan Todi (Old Name) and Narayan Prasad Todi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subhas Bhattacharjee (Old Name) S/o Manoranjan Bhattacharjee Residing at Bandura Railgate, Baipas Road, Katwa District - Bardawan, Pin - 713130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subhash Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Subhas Bhattacharjee (Old Name) and Subhash Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Angela Ftima Taylor (old name) Wife of Kenneth Anthony Taylor, residing at 37, Dr G S Bose Road, Near 39 Bus Stand, Picnic Gardens, Po-Tiljala, Ps- kasba, Kolkata-700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Angela Fatima Taylor (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/03/2026. Angela Ftima Taylor (old name) and Angela Fatima Taylor (new name) both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Shamim (old name) Son of Mohammed Usman, residing at J-416, Azhar Molla Bagan, Ps-Garden Reach, Kolkata-700024 , West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shamim (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/03/2026. Mohammed Shamim (old name) and Md Shamim (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Soumitro Sarkar (old name) Son of Madhusudan Sarkar, residing at Vill & Po-Sarapul, Ps-Swarupnagar, North 24 Parganas Pin-743286, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Soumitra sarkar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/03/2026. Soumitro Sarkar (old name) and Soumitra sarkar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I JUHI HAIDER W/O SYED AAN HAIDER residing at 3H/6, Ibrahim Road, P.O.-Khiddirpore, Kolkata-700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as QUMRUN NISSA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 05/03/2026. JUHI HAIDER and QUMRUN NISSA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, TAJIM DAFADER (old name) S/O MAJNU ALI Residing at DASPARA, GNPC Road(Sharmapara Lane), RANAGHAT, NADIA, PIN-741201 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as TAJIM ALI (new name), as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Ranaghat Dated 09/01/2020(Sl. No. - 77/20) TAJIM ALI (new name) and TAJIM DAFADER (old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JAMILA BEGUM ALI (old name) W/O TAJIM ALI Residing at DASPARA, GNPC Road(Sharmapara Lane), RANAGHAT, NADIA, PIN-741201 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as JAMILA BIBI (new name), as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Ranaghat Dated 30/01/2026 (Sl. No. - 7041) JAMILA BIBI (new name) and JAMILA BEGUM ALI (old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABDUL KHALIL SEIKH S/O - ABU BAKKAR residing at VILL SHIYALMARA PO - RADHARGHAT, P.S - BERHAMPORE, DIST - MURSHIDABAD PIN -742187 do hereby declare that I have changed my name from ABDUL KHALIL SEIKH (old name) to (new name) ABDUL KHALIL SHAIKH and henceforth I, shall be known as (new name) ABDUL KHALIL SHAIKH in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 05/03/2026. ABDUL KHALIL SHAIKH (new name) & (old name) ABDUL KHALIL SEIKH both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

OLD NAME AVIJIT SEN S/O ASIT BARAN SEN R/O TAHERPUR J/2 P.O+ P. S. TAHERPUR DIST NADIA DO HEREBY DECLARRE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AVIJIT SEN TO ABHIJIT SEN AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS ABHIJIT SEN IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT NO 12/25 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 21/07/25 AVIJIT SEN AND ABHIJIT SEN BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PER SON.

CHANGE OF NAME

I, MOSTAQUE ALI (Old Name) S/o- NURUL ISLAM Residing at, Vill-Chanditala, Post- Alinagar, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Shall henceforth be Known as MOSTAK ALI (New name) as declared before the Notary Public at Berhampore Murshidabad Vide Affidavit No 70 Date 20 Feb 2026, MOSTAQUE ALI and MOSTAK ALI both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

We Habibur Mallik, S/o- Sukurali Mallik, Sukurali Mallick, S/o- Naskar Mallick and Nargis Mallik, W/o- Sulkurali Mallik all are resident of Vill. Betberia, P.o- Hridaypur, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that we have changed our name from Habibur Molick to Habibur Mallik, Suku Ali Molick to Sukurali Mallick and Nargish Bibi to Nargis Mallik in all purpose, vide affidavit No. 5 sworn in the Judicial Magistrate (1 Class) at Krishnagar, Nadia on 09.02.2026. Habibur Mallik and Habibur Molick, Sukurali Mallick and Suku Ali Molick, Nargis Mallik and Nargish Bibi all are same and identical person

CHANGE OF NAME

I, Khonkan Shaikh (old name) S/o- Ratan Sekh residing at Chakbihari, Natipota, Palashipara, Dist-Nadia, Pin-741160 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHONKAN SHAIKH to KHOKAN SEKH and henceforth I shall be known as KHOKAN SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/03/2026. KHONKAN SHAIKH (old name) and KHOKAN SEKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Fazlul Haque (old name) S/o- Late Saidur Rahaman residing at Uttarpara More, Radharghat , Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD FAJLUL HAQUE to FAJLUL HAQUE and henceforth I shall be known as FAJLUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/03/2026. MD FAJLUL HAQUE (old name) and FAJLUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khalilur Rahman (old name) S/o- Rahamat Sk residing at Kalinagar, Kangali Mondalpara, Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHALILUR RAHMAN to KHALILUR RAHAMAN and henceforth I shall be known as KHALILUR RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/03/2026. KHALILUR RAHMAN (old name) and KHALILUR RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jesmina Khatun W/o Md Sajiur Rahman residing at Vill.-Pamaipur, PO.-Pamaipur, P.S. Islampur, Dist. Murshidabad West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Jesmina Khatun instead of Jesmina Khatun Bibi and my father's actual name Golam Mahabub Alom instead of Golam Mahabub alias Mahabub Hossain, vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M at Domkal Murshidabad dated on 25/02/2026. Jesmina Khatun and Jesmina Khatun Bibi both are same and one identical person. Golam Mahabub Alom, Golam Mahabub and Mahabub Hossain all are same and one identical person.

বিজেপি-র সঙ্গে 'সেটিং', তাই কি হুমায়ুনকে দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা ? অভিযোগ তৃণমূলের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক তথা 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা পাওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক তরজা এখন তুঙ্গে। কলকাতা হাইকোর্টের সরাসরি কোনও নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুনকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়ায় তার দল সঙ্গে এবার ভারতীয় জনতা পার্টির 'সেটিং'-এর তত্ত্ব খাড়া করল মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতৃত্ব। যে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের ছেতিয়ানি এলাকায় বাবরি মসজিদ নির্মাণ করার সময় বিরোধীতায় সরব হয়েছিল বিজেপি, সেই হুমায়ুন কবীরকে কেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল তা নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতা নেত্রীরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ভরতপুর বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে লড়ার আগে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির প্রতীকে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তৃণমূল বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে হুমায়ুনের সেই পুরনো সখ্যতা এখনও রয়ে গেছে বলে মনে করছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই তলে তলে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্যই তিনি নতুন দলের সূচনা করেছেন বলেও অনুমান করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্ট হুমায়ুনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়ার কোনও নির্দেশ দেয়নি। তবুও হুমায়ুনের ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে ৭ দিনের মধ্যেই অমিত শাহ-এর নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিয়েছে। একে বিজেপির রাজনৈতিক চাল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, আদালতে রাজ্য সরকারের রিপোর্টে জানানো হয়েছে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য জেলা পুলিশ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে সর্বক্ষণ বহাল থাকেন এবং এখনও পর্যন্ত কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা তাঁর সঙ্গে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের নিরাপত্তারক্ষীর ওপর ভরসা না করে আবেদনের মাত্র ৭ দিনের মধ্যে তাঁকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রদান করার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে প্রশ্ন উঠেছে যে এই নিরাপত্তা প্রদানের পেছনে আদৌ কি কেবল নিরাপত্তাজনিত মূল্যায়ন রয়েছে নাকি এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ লুকিয়ে রয়েছে? পাশাপাশি হুমায়ুন কবীরকে এই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদানকে মোদী সরকারের নতুন রাজনৈতিক চাল বলেও মনে করছেন অনেকেই। শুধু তাই নয়, এবার বাংলার রাজনীতিকে হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক ছক সাজানোর পরিকল্পনা আশঙ্কা করছেন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতৃত্ব। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, এই হুমায়ুন কবীর এক সময় বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। তখন থেকেই তাঁর বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা। আর এই সখ্যতার জেরেই নতুন দলের জন্ম। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সবাইকে নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু রাজ্যের নিরাপত্তাকে অগ্রাহ্য করে অতিসক্রিয়তার সঙ্গে অমিত শাহর দপ্তর যেভাবে হুমায়ুন কবীরকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদান করল, তা থেকেই বিজেপির সঙ্গে তাঁর 'সেটিং' প্রমাণিত। এক কথায় বলতে গেলে বিজেপির হাতকে শক্ত করার জন্যই এইরকম নতুন দল আর নতুন নেতাদের জন্ম। বিজেপির মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, বিজেপি 'সেটিং'-এর রাজনীতি করে না। তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে গেছে বাংলার মানুষ আর তাদের পাশে নেই। সেই হতাশা থেকেই সেটিং-এর তত্ত্ব আনতে চাইছে। তাহলে বিজেপি যদি সেটিং করত তাহলে অনেক আগেই এই রাজ্যে ভালো ফল করতে পারত। তিনি আরও বলেন, বিজেপি হুমায়ুনকে আগেই অযোগ্য বলে দিয়েছে। যে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট জেতার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে বিজেপি ব্যবস্থা নেবে, তাঁর সঙ্গে কখনওই সেটিং করতে যাবে না। বিজেপি নয়, বরং তৃণমূল কংগ্রেসই, সিপিএম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সেটিং করে বিজেপির ভোট কেটে তাঁদের নিজেদের যাত্রাপথ সুগম করেছে।

৯০ লক্ষ টাকার রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রীর অভিযোগ! ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর চাপে বন্ধ হলো পথশ্রী প্রকল্পের কাজ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ মার্চ ঃ ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের ফকিরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার এলাকাবাসীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। জানা গেছে, কাদের বিল মাঠ মোড় থেকে ঘোষপাড়ার মধু ঘোষের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকল্পের ফলক বসিয়ে ঠিকাদার সংস্থা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজ শুরুর পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরিতে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে রাস্তার স্থায়িত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। সেই কারণেই নতুন করে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তা আবার ভেঙে পড়বে। এতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এলাকার কৃষকদের যাতায়াতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঠিকাদার সংস্থাকে আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন তারা। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি নির্ধারিত শিডিউল ও মান বজায় রেখে সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হলে তবেই পুনরায় কাজ শুরু করতে দেওয়া হবে। অন্যথায় নিম্নমানের কাজের মাধ্যমে সরকারি অর্থ অপচয় হতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala
eNIT NO: 476/NGP/15th CFC/ 25-26. Dated: 05-03-2026

E-tender are invited online through https://wbtenders.gov.in by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala for Construction of Concrete Drain. Bid submission last date (online): **10/03/2026 at 14.00 hrs**. Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয় আমার মক্কেল শ্রীমতী শান্তি ঘোষ, স্বামী- রঞ্জন ঘোষ। বালিটিকুরি মৌজায় সামিল ডি এস আর হাওড়াতে সম্পাদিত ০৫০১০৪৫১২ /২৫ নম্বর দলিল মূলে হাল ১০১৬ দাগে, ১৩১৬ নম্বর খতিয়ানে ১ কাঠা ১২ ছাটাক পরিমাণ সম্পত্তি ডি এস আর এ সম্পাদিত ০৫০১০৫৪৫৪ /২২ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম বাবলু মন্ডল) অজয় আগরওয়াল নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এবং বালি জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালি জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয় আমার মক্কেল শ্রীমতী সঞ্চিতা মন্ডল স্বামী- বাবলু মন্ডল। বালিটিকুরি মৌজায় সামিল ডি এস আর হাওড়াতে সম্পাদিত ০৫০১০৪৫১৩ / ২৫ নম্বর দলিল মূলে হাল ১০১৬ দাগে, ১৩১৬ নম্বর খতিয়ানে ১ কাঠা ১২ ছাটক পরিমাণ সম্পত্তি ডি এস আর এ সম্পাদিত ০৫০১০৫৪৫৪/ ২২ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম বাবলু মন্ডল) অজয় আগরওয়াল নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এবং বালি জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালি জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

সফরে এসে ক্ষুদ্র চা চাষীদের অভাব-অভিযোগ শুনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের খবর নিতে জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ! উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং

উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সফরে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিন তিনি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝার বাগান পরিদর্শন করেন এবং চা উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। বাগান পরিদর্শনের সময় হাতে চা পাতা নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন মন্ত্রী। এই অঞ্চলের বিখ্যাত CTC Tea কীভাবে তৈরি হয়, সেই প্রক্রিয়াও ঘুরে দেখেন তিনি। পাশাপাশি চায়ের গুণগত মান সম্পর্কেও খোঁজ নেন। এ সময় বাগানের শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র চা চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যার কথাও শোনেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, চা উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত একাধিক সমস্যার কথা সামনে এসেছে। সেই সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাণিজ্য নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে উত্তরবঙ্গের চা আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে চায়ের গুণগত মান আরও উন্নত করার দিকেও জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী আরও জানান, ভারতীয় চা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে Tea Board of India বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষীরা যাতে কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম পান, সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। বড় চা বাগানের উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথাও শোনেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রাহেজা কিউবিই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মালিক এবং শেয়ারহোল্ডার হতে চলেছে কিউবিই

অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ বীমা এবং পুনর্বীমা সংস্থা কিউবিই ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ, নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সাপেক্ষে রাহেজা কিউবিই-এর একমাত্র মালিক এবং শেয়ারহোল্ডার হতে চলেছে। প্রিজম জনসন লিমিটেডের সাথে ১৮ বছরের যৌথ মালিকানার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় বীমা বাজারে কিউবিই-এর প্রতিশ্রুতির প্রতি জোর দেয়। বিমা নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আইআরডিএআই) দ্বারা লেনদেন পর্যালোচনা করার সাথে সাথে কার্যক্রম এবং পরিষেবার মান বজায় রাখা হবে এবং আরও বিশদ বিবরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে।

দুর্গাপুরে পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়া ঘিরে বিজেপির অবরোধ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৫ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করেছে বিজেপি। সেই কর্মসূচির প্রচার ঘিরে দুর্গাপুরে উত্তেজনা ছড়াল। পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের বিধাননগর মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৯ টি পরিবর্তন যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে চলতি মাসের ১০ তারিখ দুর্গাপুরের ক্ষুদিরাম মাঠে বিজেপির একটি জনসভা রয়েছে। সেখানে দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকার কথা। এই সভাকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং শুরু করেছে বিজেপি। অভিযোগ, সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্গাপুরের বিধাননগর মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পোস্টার লাগানো হয়েছিল। বিজেপির দাবি, গভীর রাতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ওই পোস্টারগুলি ছিঁড়ে দেয়। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী- সমর্থকেরা। দুপুর নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বিধাননগর মোড়ের উড়ালপুলের নীচে অবরোধ শুরু করেন তারা। বিজেপির অভিযোগ, ঘটনাস্থলে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয় নি। অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্গাপুর- বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় সড়কের উড়ালপুলের দেওয়ালে পরিবর্তন যাত্রার প্রায় ২০ টি পোস্টার লাগানো ছিল। সেগুলি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের কাজ। এভাবে পোস্টার ছিঁড়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে, না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুরে দলের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, এই ধরনের কাজ তৃণমূল করে না। তৃণমূল মানুষের জন্য কাজ করে। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর এনটিপিএস থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পরে বিজেপি কর্মীরা অবরোধ তুলে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

Office of the
Manguria Lalpur Gram Panchayat
Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia (WB), Pin-723101

Notice Inviting E-Tender No. 05/ MLGP of 2025-26, Dated-02-03-2026 FROM MANGURIA LALPUR GP, HURA, PURULIA PUBLISHED THE FOLLOWING **e- NIT-05/MLGP of 2025-26.** Last date of Application- **12/03/2026 up to 11.00 a.m.** For details:-**https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Manguria Lalpur Gram Panchayat

গরম পড়তেই সুন্দরবনে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ মার্চ ঃ গরম পড়তেই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা বিস্তীর্ণ এলাকায়। যার জেরে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে স্কুলগুলি। যতদিন যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে পানীয় জলের সমস্যা। কোথাও কোথাও আবার পানীয় জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষ। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের তৎপরতায় বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। ঠিক এরকম পরিস্থিতির মধ্যে ক্যানিং মহকুমা প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। ফলে চরম দুর্ভোগে মধ্যে এলাকার সাধারণ মানুষজন। জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে পানীয় জলের কল থেকে তেমন ভাবে জল পড়ছে না। প্রায় দু'মাস হতে গেলে জলের সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অনেক জায়গায় কল আছে কিন্তু পানীয় জল নেই। মূলতঃ ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ার কারণে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকাগুলোকে।

বাড়ির সামনে পার্ক করা গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল একাধিক গাড়ি! মাথায় হাত গাড়ির মালিকদের। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে ভোররাতে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য শহরে। কে করল এই কাজ? ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার এলাকায় ভোররাতে একাধিক গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এতে একটি গাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং আরও দু'টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন হিসেবে একজনকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোররাতে হঠাৎই জোরে আওয়াজ পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটি গাড়িতে আগুন জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয়দের উদ্যোগে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

কৃত্রিম বাতাসের ভিড়ে এখনও হারিয়ে যায়নি গ্রাম-বাংলার সেই চিরচেনা তালপাতার পাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৫ মার্চ ঃ আধুনিক বিপণন দুনিয়ায় এখন এসি, ইলেকট্রিক ফ্যান আর স্মার্ট কুলারের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। বৈদ্যুতিক সুইচ টিপলেই মুহূর্তের মধ্যে ঘরে ঠান্ডা বাতাস। কিন্তু এইসব কৃত্রিম বাতাসের ভিড়ে এখনও হারিয়ে যায়নি গ্রাম- বাংলার সেই

চিরচেনা তালপাতার পাখা। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগেও এই পাখা কেবল একটি পণ্য নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতি আর বেঁচে থাকার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহ্যের শীতল পরশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় তাই তালপাতার পাখা তৈরির ধুম লেগেছে। গ্রীষ্মকালের আগে থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার পাকুড়িয়া মান্দারগাছিয়া সহ বিভিন্ন গ্রামে এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে তালপাতার পাখা তৈরি করছেন কারিগররা। সর্বত্রই এখন তালপাতা কাটা, শুকনো আর তাতে রঙবেরঙের সুতো দিয়ে নকশা করার ধুম। প্রযুক্তির চাকচিক্য হয়ত ড্রয়িংরুমের ভোল বদলে দিয়েছে, কিন্তু তীব্র গ্রীষ্মের দিনে লোডশেডিংয়ের সময় সেই অসহ্য দুপুর বা রাতে এখনও সাধারণ মানুষের প্রথম পছন্দ হাতের কাছের ওই তালপাতার পাখা। এসি কিংবা দামী ইলেকট্রিক পাখা সাময়িক আরাম দিলেও, লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে তালপাতার পাখাই ভরসা। এটা শুধু বাতাস দেয় না, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নস্টালজিয়া। সাশ্রয়ী প্লাস্টিক বা মেটালের ভিড়ে তালপাতার পাখা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। কোনও বিদ্যুৎ খরচ নেই, রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা নেই। গ্রামাঞ্চল তো বটেই, শহরের লোডশেডিংয়েও এখনও 'লাইফ সেভার' তালপাতার পাখা। প্রতিটি পাখাতে থাকে কারিগরদের হাতের নিপুণ কাজ, যা কোনও কারখানায় তৈরি মেশিনের পাখায় পাওয়া অসম্ভব। মেলা হোক বা ফুটপাত, খুব সামান্য মূল্যে এই অমূল্য আরাম খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি পরিবার এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তালপাতার পাখার এক কারিগর জানান,, বাজার হয়ত বদলেছে, কিন্তু তালপাতার বাতাসের টান কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। ধীরে ধীরে বাড়ছে তালপাতার পাখার চাহিদা। শুধু গরমের দিনে আরাম খোঁজার জন্য নয়, বর্তমানে মণ্ডপ ও বাড়ির সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পাখার কদর বাড়লেও, সমস্যায় জেরবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাকুড়িয়া গ্রামের এই তালপাতার পাখা তৈরির সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলি। কারণ আগে তালপাতার পাখা তৈরির জন্য লোক খুঁজে পাওয়া যেত। এখন চাহিদা থাকলেও ভাল কারিগর না থাকায় বেশি পাখা তৈরি হচ্ছে না। ওই গ্রামে কয়েক লক্ষ তালপাতার পাখা তৈরি হচ্ছে । আর সেই তালপাতার পাখা পৌঁছে যাচ্ছে জেলার পাশাপাশি হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলার বাজারে। প্রযুক্তির জয়গান চলুক তার আপন গতিতে। কিন্তু তালপাতার পাখার স্নিগ্ধ বাতাসের টানেই গরম এলেই তাই খোঁজ পড়ে তালপাতার পাখার।

কমল দূরত্ব! পাগলা নদীর উপর তৈরি হল নতুন বক্স ব্রিজ কালভার্ট, খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ মার্চ ঃ মালদার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের বড় পদক্ষেপ! দূরত্ব কমল গ্রামের সঙ্গে মূল সড়কের। মালদা জেলার কালিয়াচক এক ব্লক ও কালিয়াচক তিন ব্লকের সংযোগকারী পাগলা নদীর উপর তৈরি হল নতুন বক্স ব্রিজ কালভার্ট। কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠালবাড়ি ও বীরনগর ২ পঞ্চায়েতের রাজনগর এলাকার মধ্যে নির্মিত এই ব্রিজ চালু হওয়ায় প্রায় দশটিরও বেশি গ্রামের মানুষের যাতায়াতে এল আমূল পরিবর্তন। এতদিন নদী পারাপার ছিল চরম ভোগান্তির। বর্ষায় জল বাড়লেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত গ্রামগুলি। দীর্ঘ পথ ঘুরে যাতায়াত, নৌকায় ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার কিংবা বাঁশের অস্থায়ী সাঁকোর উপর নির্ভর করাই ছিল একমাত্র ভরসা। ফলে শহর, হাসপাতাল কিংবা ফারাক্কা পৌঁছাতে লেগে যেত দীর্ঘ সময়। নতুন ব্রিজ চালু হওয়ায় এখন হাঁটা থেকে বড় গাড়ি, এমনকি অ্যাম্বুলেন্সও সরাসরি প্রবেশ করতে পারছে গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, আগে যেখানে শহরে যেতে অনেকটা

সময় লাগত, এখন ব্রিজের উপর দিয়ে খুব কম সময়েই পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। আর এক বাসিন্দা বলেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হত। আগে প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলেও এখন ২০ থেকে ৩০ মিনিটেই ফারাক্কা বা মালদা শহরে পৌঁছানো সম্ভব। এদিন ফিতে কেটে ব্রিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি জানান, সরকারের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করা এবং মানুষের দুর্ভোগ কমানো। এই ব্রিজ নির্মাণে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বক্স ব্রিজ কালভার্ট কালিয়াচক এক ও তিন ব্লকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করল। ফলে গ্রামীণ উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলেই মনে করছেন স্থানীয় থেকে সকলে।

মানিকচকে গুলি ও গণধোলাইয়ের ঘটনায় মৃত ২, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ মার্চ ঃ মালদার মানিকচকের মথুরাপুর এলাকায় হোলির রাতে গুলি চলা ও গণধোলাইয়ের ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গণধোলাইয়ে আহত রেশন ডিলার সমীর দাশগুপ্ত (৬২) এবং গুলিবিদ্ধ নাবালক সমর রজক (১৪)। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হোলির রাতে সমীর দাশগুপ্তের নাবালক ছেলের সঙ্গে গ্রামের কয়েকজনের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় বাড়িতে থাকা একটি বন্দুক থেকে সমীর দাশগুপ্তের ছেলে গুলি চালায়। এতে চারজন গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সমীর দাশগুপ্তকে মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে এবং গুলিবিদ্ধদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ভোররাতে চিকিৎসকরা সমীর দাশগুপ্ত ও সমর রজককে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত নাবালক ছেলে পলাতক বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মানিকচক থানার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত বিবাদ থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত। এলাকায় এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

আকস্মিক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের

কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ ওষুধের জালিয়াতি রুখতে ব্যাচ নম্বর গড়মিলের ঘটনায় রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড খোলা বাজারে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে আরো বেশি নজরদারির জন্য আকস্মিক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু দোকানে পরিদর্শনের পরে ওষুধের ব্যাচ নম্বরে গরমিল ধরা পড়ায় সংশ্লিষ্ট দোকানদারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে তিন দিনের মধ্যে যথাযথ উত্তর চাওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। উত্তর সন্তোষজনক না হলে দোকানের লাইসেন্স বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড পারস্পরিক সমন্বয় রেখে এই কাজ করবে বলে জানা গেছে। এইদিকে প্রতিবেশী উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় আনার পথে জীবনদায়ী ইনজেকশন চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড থেকে রাজ্যকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর উল্লেখ করে এই ইনজেকশন যেন কোনোভাবেই ব্যবহার না করা হয় কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে সেই কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

E-Tender No. WB/HWH/UNPUR/NIET-22/EO/25-26, Dt-27/02/2026 for 07 nos, scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2026_ZPHD_1016365 1 to 2026_ZPHD_1016365-7. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/১৩, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ২০২৬৫০০৮;** ২৫ কেভি মেমু ট্রান্সফর্মার ১০৫০ কেভিএ সঙ্গে এইচভি টারেট এবং অ্যাকসেসরিজ কমপ্লিট; ২,৫২,৫২০ টাকা। **(২) ১১২৫১১৪৬এ;** বল জয়েন্ট রোল লিঙ্ক; ৩,৫৬,১১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ২০২৫১০৭৩;** ম্যাগনেট ভালভ এবং হোল্ডিং ম্যাগনেট ভালভ ইত্যাদি অ্যাপ্লিকেশন সেট সংগ্রহ করা; ২,৮২,২৪০ টাকা। **(৪) ২০২৬৩০৩১;** আর্মেচার পাওয়ার এবং ইক্যুয়েলার কয়েল সেট; ৬,৭৯,৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ১০২৫১১৮১;** ডব্লুএজি৯/ডব্লুএপি৭-এর জন্য সাসপেনশন টিউব;১০,২০,৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ১০২৫২৫২০এ;** মেসার্স ট্রাইডেন্ট-এর আইওএইচ যন্ত্রাংশের কিট; ২,৩৭,২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৭) ১১২৬৫০০৭;** এলএইচবি নন এসি ইত্যাদির জন্য আইওটি ভিত্তিক ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা; ৮,০৪,৬০০ টাকা। **(৮) ১১২৬৫০০৪;** আন্ডারস্লাং ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইত্যাদির জন্য আইওটি ভিত্তিক হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার ওয়াটার লেভেল সেন্সর সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা; ৩,৪৩,৩০০ টাকা। **(৯) ১০২৬১৫৯৬;** ব্যাটারী বক্সের সেট; ৪,৩০,৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১০) ১০২৫২৪২৯এ;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার ইউনিট সিআরইউ-১৫০; ৫,১০,৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১১) ০৪২৬৫০০৩;** (১) কন্সট্যান্ট মোটর এ২এফএম১৮০/৬১ডব্লু-পিএবি ০২০, মেক-বশ রেক্সরথ। (২) কন্সট্যান্ট মোটর এ২এফএম৯০/৬১ডব্লু-পিএবি ০২০, মেক-বশ রেক্সরথ। ১,৩৫,৭৯০ টাকা। **(১২) ০৪২৬৫০০২;** (১) এয়ার স্টপ কক-এইচকে৪-টিআর ১/৮১৬৩৪ অথবা এইচকে৪-টিআর ১.২.৪১১/১, মেক নর ব্রিমসে (২) স্টপ কক আর১/২"।/২৫২৫৩ মেক-নর ব্রিমসে; ১,৩৬,৫৭০ টাকা। **(১৩) ০৪২৬৫০০১;** কন্ট্রোল ভালভ কেই ১এ/৩.৮এসএল ১/৭৬৫৫৭ মেক-নর ব্রিমসে; ২,৩৪,৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ১০২৬২৪৫৮;** ক্যাব অ্যাক্টিভেটিং কি; ১,০৮,২৯০ টাকা। **(১৫) ১০২৬২২৯৫;** ইলেকট্রন বিম সিঙ্গল কোর কেবল ইত্যাদি; ১,৭১,৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৬) এসপিএসসিআইপিএসসিস্লিপার২৬-২৮;** বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহ করা; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৩.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭) এইচভিএন_টি-৮৯৯২_২০২৬;** ড্রয়িং নং আরটি-৮৯৯২ অনুযায়ী এইচভিএন লাইনার সংগ্রহ করার রানিং চুক্তি; ৬,৫৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-73/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-রিলে-এলইডি-কেডব্লুএই-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** এএসটিই-কাটোয়া শাখায় বয়স তথা অবস্থার ভিত্তিতে বহু পুরোনো রিলে, এলইডি-এর প্রতিস্থাপনের জন্য বিশ্বস্ততার উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,৩৪,৫১,২০৮.২৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৬৭,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৬। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০২.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ০৭.১৩ মিনিটে।

(HWH-665/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং আইএনসি -২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোৰেশন) বিধি, ২০১৪ বিধি ৩০ অনুসাৰেঁ]
কেন্দ্রীয় সৰকাৰেৰ সামনে
মাননীয় আঞ্চলিক পৰিচালক, পূর্বাঞ্চল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক)
এবং
টেরাপ্রো ননওভেনস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে স্ফিংক্স হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) এর নিবন্ধিত অফিস ৯/বি, উড স্ট্রিট ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যা তদনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে, যাতে মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির ধারা II এর পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "গুজরাট রাজ্য" তে পরিবর্তন করতে পারে।

যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সে এমসিএ -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) তার আপত্তি জমা দিতে পারেন অথবা তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিগুলি জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের ঠিকানায়ঃ **কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, - এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা-৭০০১৩৫**, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে হবেঃ

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ৯/ বি, উড স্ট্রিট দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬

টেরাপ্রো ননওভেনস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে এবং পক্ষ থেকে
(পূর্বে স্ফিংক্স হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)

তারিখ: ০৬ মার্চ ২০২৬
স্থান: কলকাতা

এসডি/-
পরিমল পারিখ
পরিচালক
(ডিনঃ ০২০৯৪৮৬৩)

যুদ্ধের জন্য কলকাতায় আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ দেশে ফিরতে চাইছেন ড্যারেন স্যামিরা। কিন্তু পারছেন না। বিশ্বকাপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাদ পড়েছে রবিবার। অথচ বৃহস্পতিবারও দেশে ফিরতে পারেনি তারা। এখনও কলকাতায় আটকে স্যামিরা। ইজরায়েল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরানের যুদ্ধের ফলে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল বন্ধ। তারই খেসারত দিতে হচ্ছে স্যামিদের। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোচ। স্যামি লিখেছেন, 'শুধু বাড়ি যেতে চাই।' তাঁর কথা থেকে পরিষ্কার, চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না ক্রিকেটারদের। বাড়ি ফিরতে চাইছেন তাঁরা। তবে এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কবে কলকাতা ছাড়তে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, একই অবস্থা জিম্বাবোয়েরও। তারা দিল্লিতে আটকে রয়েছে। দুই দলেরই ফেরার বিমান ছিল দুবাই বিমানবন্দর হয়ে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে সেখানে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ভারতের মাটিতে আটকে পড়ে দু'দল। জানা গিয়েছে, আইসিসি চেষ্টা করছে বিকল্প পথে ক্রিকেটারদের বাড়ি ফেরাতে। জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, তাদের দলকে দু'টি ব্যাচে দেশে ফেরানো হচ্ছে। দুবাইয়ের বদলে ইথিয়োপিয়ার আদ্দিস আবাবা হয়ে ফিরবে তারা। বৃহস্পতিবার প্রথম ব্যাচ ভারত ছাড়বে। দ্বিতীয় ব্যাচ ভারত ছাড়বে শুক্রবার। ঠিক একই ভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদেরও অন্য পথে দেশে ফেরানো সম্ভব কি না সেটা খতিয়ে দেখছে জয় শাহের সংস্থা।

টিম হোটেলের মহিলা কর্মীর সঙ্গে অভব্য আচরণ পাক ক্রিকেটারের?

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দীর্ঘদিন পা রাখতে পারেনি দল। সিনিয়র, জুনিয়র নির্বিশেষে পারফরম্যান্স অত্যন্ত খারাপ। শেষ চারে উঠতে না পারার দায় বর্তেছে ক্রিকেটারদের উপর। মোটা টাকার জরিমানাও করা হয়েছে। সেই পাকিস্তান এ বার নয়া বিতর্কে। টেলিকম এশিয়া স্পোর্ট-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা এক পাকিস্তানি ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কায় যে হোটেলে ছিল টিম, সেই হোটেলের এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। এই অভিযোগে অনুযায়ী, গোল্ডেন ক্রাউন হোটেলের সিনিয়র কর্তারা ওই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তবে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি অভ্যন্তরীণভাবেই মিটিয়ে ফেলা হয়। নাভিদ চিমা হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ওই ক্রিকেটারের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। ক্রিকেটারের অশোভন আচরণের জন্য বড় টাকার জরিমানাও করা হয়। অভিযুক্ত ক্রিকেটারের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দল দেশে ফেরার পর এই ঘটনার আরও তদন্ত হতে পারে। ওই খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রিকেটারকে পাকিস্তান

ভিত্তিতে জরিমানার মুখেও পড়েছেন তিনি। এই ক্রিকেটার কে, তা অবশ্য গোপন রাখা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি শহরে পাকিস্তানের টিম হোটেলে। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার এইটের ম্যাচে নামার ঠিক আগে ঘটেছে এই ঘটনা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান দল গোল্ডেন ক্রাউন হোটেলে ছিল। ওই প্রতিবেদনের দাবি, পাকিস্তান বিশ্বকাপ স্কোয়াডের এক ক্রিকেটার হোটেলের এক মহিলা হাউসকিপিং কর্মীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন। ওই কর্মী চিৎকার করে সাহায্য চান। পরে হোটেলের অন্যান্য কর্মীরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। বিষয়টি পাকিস্তান দলের ম্যানেজার নাভিদ চিমাকে জানানো হয়। খবর ক্রিকেট বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হতে পারে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তাঁর বিরুদ্ধে আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন কিনা। এই বিতর্ক সামনে আসে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর পরই। শেষ সুপার এইট ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫ রানে হারালেও নেট রান রেটের কারণে সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা চলছিল। বিশেষ করে সুপার এইট পর্যায়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারায় কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় দলকে। এর মধ্যেই মাঠের বাইরের ঘটনা পাকিস্তানের মুখ আরও পুড়িয়েছে।

ক্রিকেট ঈশ্বরের ছেলের বিয়ে। অর্জুন তেণ্ডুলকর-সানিয়া চন্দোকের বিবাহবাসর উপলক্ষে মুম্বইয়ে বসে চাঁদের হাট। ক্রিকেট থেকে রাজনীতি দেশের তাবড় তারকা, নেতারা সকলেই পৌঁছে যান নবদম্পতির নতুন জীবনের সাক্ষী থাকতে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে শুরু হয় বিয়ের আচার অনুষ্ঠান।

একাধিক সুযোগ নষ্ট, গোয়ার গাঁটে জয় হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চঃ জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। বৃহস্পতিবার তাদের সামনে এফসি গোয়া। গোয়া এমন একটা দল, যাদের কাছে গতবার সুপার কাপের ফাইনালে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল মশাল বাহিনীর। তাই ম্যাচটা যে সহজ হবে না, সেটাও সহজেই অনুমেয় ছিল। সেই গোয়ার গাঁটে আবারও আটকে গেল অস্কার ব্রুজোর দল। ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়। একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল মিগুয়েল-রশিদদের। প্রথমার্ধের স্কোর লাইন যতই শান্ত (০-০) দেখাক না কেন, ম্যাচ চলেছে পাল্লা দিয়ে। দুই দলের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। ৭ মিনিটের মাথায় লাল-হলুদ বক্সে ঢুকে পড়েন ঈশান পণ্ডিতা। আনোয়ার আলির অনবদ্য ট্যাকেলে বিপন্মুক্ত হয় ইস্টবেঙ্গল। এর মিনিট পাঁচেক পর আকাশ সাঙ্গওয়ানের ক্রস ক্লিয়ার করেন সেই আনোয়ার। ১৭ মিনিটে ইউসেফ এজেজারি ও মিগুয়েলের যৌথ আক্রমণ দেখা যায়। তবে বিপক্ষ দলে ছিলেন সন্দেশ জিঙ্ঘান। ২৬ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। বিপিন সিংয়ের অনবদ্য ক্রস থেকে বল পেয়ে পোস্টের

উপর মেরে বসেন ইউসেফ। এরপর গোয়াও বেশ কিছু বার গোল লক্ষ্য করে শট নেয়। তবে সতর্ক ছিলেন লাল-হলুদ গোলকিপার প্রভসুখন সিং। এরই মধ্যে ৩৯ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে গোয়া। গোলকিপার গিলকে একলা পেয়েও ব্যর্থ হন ঈশান পণ্ডিতা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আবার মিস পণ্ডিতার। ৪৩ মিনিটে রশিদের দূরপাল্লার শট বাঁচিয়ে দেন গোয়ান গোলকিপার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে মিগুয়েল সুযোগ পেলেও তা ফলপ্রসূ ছিল না। ৫৫ মিনিটে দুই বদল আনেন ব্রুজো। এডমুন্ড লালরিন্ডিকা এবং নওরেম মহেশের জায়গায় নামেন অ্যান্টন এবং পিভি বিষ্ণু। ৬৪ ও ৬৮ মিনিটে গোলের সুযোগ তৈরি হলেও ডেডলক ভাঙেনি লাল-হলুদে। ৭১ মিনিটে ফের সুযোগ পেলেও গোয়ার রক্ষণের ফাঁদ থেকে বেরতে পারলেন না ইউসেফ। ৭৫ মিনিটে ডান দিক থেকে ঠিকানালেখা ক্রস পেয়েও রেনিয়ার ফার্নান্ডেজের শট অল্পের জন্য পোস্টের উপর দিয়ে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত কোনও দলই গোল করতে পারেনি। গোলশূন্য ড্র করে চার ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে ইস্টবেঙ্গল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে গোয়া। তিন ম্যাচে সবক'টিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জামশেদপুর। গোলপার্থক্যে সবুজ-মেরুনের থেকে পিছিয়ে তারা।

আইপিএলে সিএসকে-র নতুন ফিল্ডিং কোচ ফস্টার!

চেন্নাই, ৫ মার্চঃ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএল ২০২৬ মরশুমের আগে তাদের কোচিং শিবির আরও শক্তিশালী করতে চলেছে। প্রাক্তন ইংল্যান্ড উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জেমস ফস্টারকে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিয়োগের প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। প্রধান কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যাকরুম স্টাফে এই সংযোজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। ৪৫ বছর বয়সী ফস্টার ২০০১ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে সাতটি টেস্ট, ১১টি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। উইকেটরক্ষক হিসেবে তাঁর দক্ষতা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশংসিত। কোচ হিসেবেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে সিএসকের কাসি বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, ''আমরা একজন ফিল্ডিং কোচ খুঁজছিলাম। আশা করছি তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'' বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফস্টারের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আইএলটি২০-তে ডেজার্ট ভাইপার্স, দ্য হান্ড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্স এবং পাকিস্তান সুপার লিগে পেশোয়ার জালমির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। চেন্নাই শিবিরে ফস্টার যোগ দিলে তিনি অভিজ্ঞ সাপোর্ট স্টাফের অংশ হবেন। বর্তমানে ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি, বোলিং কোচ এরিক সিমন্স, সহকারী বোলিং কোচ শ্রীধরন শ্রীরাম এবং ফিল্ডিং কোচ রাজীব কুমার দায়িত্বে রয়েছেন। দলের ম্যানেজার হিসেবে আছেন রাসেল রাধাকৃষ্ণন। আইপিএল ২০২৫ মরশুমে হতাশাজনক ফলের পরই এই বদলের সিদ্ধান্ত। সে বার ১৪ ম্যাচে মাত্র চারটি জয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে শেষ করেছিল সিএসকে। ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রে প্রাক-মরশুম শিবির শুরু হয়েছে, যেখানে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটার অনুশীলন করছেন। আন্তর্জাতিক দায়িত্বে থাকা ক্রিকেটাররা পরে যোগ দেবেন। শিবিরে উপস্থিত আছেন অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক মহেন্দ্র সিং ধোনিও। আইপিএল ২০২৬-এ ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই দল গঠন প্রক্রিয়া জোরদার করেছে সিএসকে। এর আগে সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে উচ্চপ্রচারিত ট্রেড চুক্তিও সেরে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটার প্রশান্ত বীর ও কার্তিক শর্মাকে দলে নেওয়া হয়েছে। তবে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাকে ছেড়ে দিয়েছে দল। রুতুরাজই নেতৃত্বে থাকছেন, লক্ষ্য রেকর্ড ষষ্ঠ শিরোপা জেতা।

প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের এক ভুলেই আর্সেনালের জয়

সংবাদ সংস্থা, ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ, ৫ মার্চঃ ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের মাঠে বুধবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। একমাত্র গোলটি করেন বুকায়ো সাকা। লিগে টানা তৃতীয় জয় পেল আর্সেনাল। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটিকে তাদেরই মাঠে ২-২ গোলে রুখে দিয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। ফলে শীর্ষ দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। ৩০ ম্যাচে ২০ জয় ও সাত ড্রয়ে

৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। তাদের চেয়ে ৭ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে সিটি, পেপ গুয়ার্দিওলার দল অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ম্যাচের শুরুতেই তালগোল পাকান আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া, প্রতিপক্ষের পায়ে তুলে দেন বল। তিনি এগিয়েও ছিলেন বেশ খানিকটা। তার ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে শট নেন কার্লোস বালেবা, শেষ মুহূর্তে কোনোমতে আটকান গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। সাত মিনিট পর মাঠের অন্য পাশের গোলরক্ষকের হাস্যকর ভুলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ডান দিকে একজনকে কাটিয়ে ডি-বক্সে ঢুকেই শট নেন সাকা, বল বার্ট ফেরব্রুগেনের সোজাসুজিই ছিল কিন্তু তিনি গ্লাভসে না নিয়ে পা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন এবং বল তার পায়ে লেগে চলে যায় জালে। এরপর আর্সেনালের যেন ছন্দ কেটে যায়। প্রথমার্ধে ওই একটি বাদে গোলের জন্য আর কোনো শটই নিতে পারেনি তারা। এই সময়ে তাদের ওপর বরং কিছুটা চাপ বাড়ায় ব্রাইটন কয়েকটি শটও নেয় তারা, যদিও আর কোনোটিই লক্ষ্যে ছিল না। বিরতির পরও বেশিরভাগ সময় বল দখলে রাখে ব্রাইটন। ৫৮-তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগও তৈরি করে তারা তবে জর্জিনিয়োর শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন রায়া। পুরো ম্যাচে আর একটি মাত্র শট লক্ষ্যে রাখতে পারে, তা যদিও ব্যবধান বাড়াতে যথেষ্ট ছিল না। তবে ভোগান্তির লড়াইয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হওয়াতেই নিশ্চয় খুশি শিরোপাপ্রত্যাশীরা। ২৯ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে আছে ব্রাইটন।

১০ জনের নিউক্যাসলের কাছে হেরে গেল ম্যানইউ

সংবাদ সংস্থা, নিউক্যাসল, ৫ মার্চঃ অধিকাংশ সময় প্রতিপক্ষ শিবিরে একজন কম থাকার পরও কাঙ্ক্ষিত ফল পেল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ১০ জন নিয়েই তাদের হারিয়ে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর কাসেমিরোর নৈপুণ্যে সমতায় ফেরে তারা। কিন্তু শেষ দিকে তাদের পয়েন্ট পাওয়ার আশা গুঁড়িয়ে দেন উইলিয়াম ওসুলা। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মাইকেল ক্যারিকের হাত ধরে যে স্বপ্নযাত্রা চলছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের, সেটাই এবার শেষ হয়ে গেল। প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই জয় ও সাত ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হারের তেতো স্বাদ পেল দলটি। আসরে এই নিয়ে ছয় ম্যাচ হারল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ২৯ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে নিউক্যাসল। নাটকীয় লড়াইয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ঘটে অনেক ঘটনা। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন নিউক্যাসলের মিডফিল্ডার জ্যাকব র‍্যামজি।

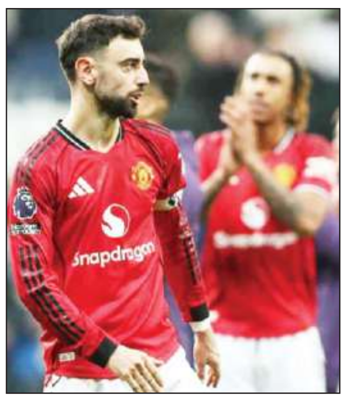

প্রতিপক্ষে একজন কমে যাওয়ার সুযোগ সফরকারীরা কাজে লাগাবে কী, উল্টো একটু পরই গোল হজম করে তারা। ডি-বক্সে অ্যান্থনি গর্ডনকে ফাউল করে বসেন ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। নিজেই সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন ইংলিশ উইঙ্গার গর্ডন। জমজমাট লড়াইয়ে দ্রুত পাল্টা জবাব দেয় ইউনাইটেড। সেট পিসে ফার্নান্দেজের ক্রসে হেডে সমতা টানেন কাসেমিরো। এবারের লিগে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের গোল হলো ছয়টি। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে অসাধারণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দেন পাঁচ মিনিট আগেই গর্ডনের বদলি নামা উইলিয়াম ওসুলা। ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে, বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ডেনিশ ফরোয়ার্ড।

ব্রাজিলের পেড্রোর হ্যাটট্রিকে চেলসির জয়

সংবাদ সংস্থা, বার্মিংহাম, ৫ মার্চঃ প্রিমিয়ার লিগে বুধবার ভিলার মাঠে ৪-১ গোলে জিতেছে চেলসি। দগলাস লুইসের গোলে দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। তবে এরপর, পজেশন ও আক্রমণে আধিপত্য করে চেলসি। ৩৫তম মিনিটে খুব কাছ থেকে সমতা টানেন পেড্রো। বিরতির আগে এন্সো ফার্নান্দেজের থ্রু বল ধরে, ডি-বক্সে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা চেলসি ৫৫তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায়। এই গোলেও জড়িয়ে পেড্রোর নাম, তার পাস থেকেই গোলটি করেন কোল পামার। আর ৬৪তম আলেহান্দ্রো গার্নাচারোর পাস ধরে ডান পায়ের শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন পেড্রো। গত গ্রীষ্মে চেলসিতে যোগ দেওয়া এই ফুটবলার দলটির হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন। এবারের লিগে ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের গোল হলো ১৪টি। ২৯ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৯ ড্রয়ে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে চেলসি। সমান পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরেই আছে লিভারপুল। ৫১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে অ্যাস্টন ভিলা।

দু'বার এগিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার সিটিকে রুখে দিল নটিংহ্যাম ফরেস্ট

ম্যানচেস্টার সিটির দাপটের পর দ্বিতীয়ার্ধে জমে উঠল লড়াই। দু'বার পিছিয়ে পড়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল নটিংহ্যাম ফরেস্ট। উজ্জীবিত ফুটবলে প্রতিপক্ষের মাঠে মূল্যবান এক পয়েন্ট তুলে নিল তারা।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৫ মার্চঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের জমজমাট ম্যাচটি ২-২ ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধে অ্যান্টোয়ান সেমেনিও সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান মর্গ্যান গিবস-হোয়াইট। একটু পরই রদ্রির গোলে আবার লিড পায় আয়োজকরা। কিন্তু এলিয়ট অ্যান্ডারসনের গোল তিন পয়েন্ট পেতে দেয়নি পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যদিও সুযোগ আসে সিটির সামনে কিন্তু সাভিনিয়োর প্রচেষ্টা গোললাইন থেকে ফেরান ফরেস্টের ডিফেন্ডার মারিলো। সেটিই ছিল ম্যাচের শেষ কিক। লিগে টানা চার জয়ের পর পয়েন্ট হারাল সিটি। একই সময়ে আরেক ম্যাচে আর্সেনাল জেতায় দুই দলের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াল ৭ পয়েন্টে। ২৯ ম্যাচে ১৮ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। শুরু থেকে পজেশনে আধিপত্য করা সিটি প্রথম লক্ষ্যে শট রাখতে পারে ১৯তম মিনিটে। বের্নার্দো সিলভার শট ঠেকান সফরকারী গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর ফিল ফোডেনের প্রচেষ্টাও ঠেকান তিনি। ২৬তম

মিনিটে সুযোগ পায় ফরেস্ট। মর্গ্যান গিবস-হোয়াইটের শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন জানলুইজি দোন্নারুম্মা। ৩১তম মিনিটে সেমেনিওর দারুণ গোলে এগিয়ে যায় সিটি। ডান দিক থেকে হায়ান শেহকির নিচু ক্রসে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের ভলিতে বল জালে পাঠান ঘানার উইঙ্গার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সিটির কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ৫৬তম মিনিটে সমতা ফেরায় ফরেস্ট। সতীর্থের হেড পাসে কাছ থেকে চমৎকার ব্যাকহিল ফ্লিকে বল জালে পাঠান মর্গ্যান গিবস-হোয়াইট। তাদের সেই স্বস্তি যদিও বেশিক্ষণ থাকেনি। ৬২তম মিনিটে কর্নারে কাছ থেকে হেডে আবার দলকে এগিয়ে নেন রদ্রি। ২০২৪ সালের মে মাসের পর প্রিমিয়ার লিগে স্প্যানিশ তারকার প্রথম গোল এটি। জমে ওঠা লড়াইয়ে ৭৬তম মিনিটে আরেকবার ইতিহাদকে স্তব্ধ করে দেয় ফরেস্ট। বক্সের বাইরে থেকে শটে দারুণ গোলে ২-২ সমতা টানেন অ্যান্ডারসন। বাকি সময়ে চলতে থাকে দুই দলের আক্রম-পাল্টা আক্রমণ। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে কর্নারে ফরেস্টের রায়ানের হেড পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ষষ্ঠ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে সেমেনিওর ফ্রি-কিকে বল ফরেস্ট গোলরক্ষকের হাত ও ক্রসবার ছুঁয়ে চলে যায়। আর শেষ মুহূর্তে জটলার ভেতর থেকে সাভিনিয়োর প্রচেষ্টা গোললাইনে রুখে দিয়ে এক পয়েন্ট নিশ্চিত করে সফরকারীরা। অবনমন এড়ানোর লড়াইয়ে থাকা ফরেস্ট ২৯ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com